মাসিক

পৃথিবী

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

জুলাই ২০২৫
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩২
মুহাররম-সফর ১৪৪৭
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ১০

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কুরআন

'আখিরাতের জবাবদিহিতা'

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫

দারসুল হাদীস

কুধারণা: সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্টের কারণ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৬

জীবনী

উমার (রা) এর জীবনের শেষের কয়েকটি দিন

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ॥ ২৫

চিন্তাধারা

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী ॥ ৩১

দুর্নীতি, কারণ ও প্রতিকার

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ॥ ৩৯

ইসলামে ইয়াতিমের অধিকার

সৈয়দ মাসুদ মোস্তফা ॥ ৪৫

আন্তর্জাতিক

মার্কিন শুল্কনীতি: ইউরোপ বনাম চীন

মীযানুল করিম ॥ ৫৩

প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৮

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

হজ্জ উত্তর করণীয়

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ সম্পন্ন হয়েছে। হজ্জ শেষে আল্লাহর মেহমান সম্মানিত হাজীগণ নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। হাজী সাহেবগণ হজ্জ থেকে কি শিক্ষা নিয়ে এলেন এবং এখন তাদের করণীয় বা কি তা আলোচনার দাবি রাখে।

হজ্জের কার্যক্রমের সাথে মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহীম (আ) এর স্মৃতি বিজড়িত। তিনি একটি শিরকপূর্ণ সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বড় হয়েছেন। তার পিতা আযরই ছিল মূর্তি ও মন্দিরের ব্যবস্থাপক। এ ধরনের পরিবার ও সমাজে বাস করেও তিনি তার নির্ভুল চিন্তার মাধ্যমে তাওহীদের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শিরকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন ,

"আমি আমার নিজেকে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার নিকট নিবেদন করলাম, যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" যে তাওহীদের তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন এবং যে একক সত্তার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করেছিলেন, সে তাওহীদকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি আমৃত্যু প্রাণপণে চেষ্টা করে গিয়েছেন। তিনি তার এ কাজের জন্যই আল্লাহর নির্দেশে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন এবং সেটিকে বিশ্ব জাহানের তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন।

এ কেন্দ্র থেকেই তিনি বিশ্ববাসীকে হজ্জের জন্য সমবেত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্মরণ করো যখন আমরা ইব্রাহিমকে কাবা ঘরের স্থান নির্ণয় করে দিলাম এবং নির্দেশ দিলাম, আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করো না। আর আমার ঘরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে রাখবে তাওয়াফ কারিগণের এবং কিয়াম ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। আর লোকদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও ক্ষীণকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে- দূর দূরান্তের পথ পরিভ্রমণ করে।' (২২, সূরা আল হাজ্জ, ২৬-২৭)

ইব্রাহীম (আ) আল্লাহর নির্দেশে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাতে সাড়া দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী লোকেরা বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে কা'বায় উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করছে, 'আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নি'আমত তোমার জন্য এবং রাজত্বও তোমার জন্য।

সুতরাং হাজীগণের হজ্জ উত্তর প্রধান দায়িত্ব হল, তাওহীদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা, অনুশীলন করা এবং এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা। এজন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর বিধানকে মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান না মানার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হোক তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে। কালিমায়ে তায়্যিবার মূল কথাও তাই। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো ইলাহ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এ কালেমার প্রথমে সবকিছুকে অস্বীকার করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, অত:পর একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানার পূর্বশর্ত হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুকে অস্বীকার ও অমান্য করা। এভাবে আল্লাহকে মানলেই তা হবে তাওহীদ। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্য কোনো বিধান মানাই হলো শিরক। যারা তাওহীদে বিশ্বাসী তাদের সর্বদা শিরক মুক্ত থাকতে হবে।

ইব্রাহীম (আ) এর আরেকটি ঘোষণা ছিল, "নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" (৬, সূরা আল আনাম, ১৬২)

হজ্জ এবং কোরবানির এটি অন্যতম শিক্ষা যে, আল্লাহর প্রত্যেক বান্দা তার সবকিছু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবে। অর্থাৎ সালাত তথা ইবাদাত বন্দেগী করবে শুধু আল্লাহর জন্য, কোরবানি করবে শুধু আল্লাহর জন্য, বেঁচে থাকবে শুধু আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর জন্য জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হলে অকাতরে তাও দিয়ে দেবে।

মোটকথা আল্লাহর বন্দেগী এবং তাওহীদ ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো ত্যাগ ও কোরবানি করতে প্রস্তুত থাকবেন। প্রয়োজনে সেজন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। হাজীগণকে এ বিষয়টি খেয়াল রেখে হজ্জ উত্তর কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

হজ্জের অন্যতম একটি কাজ হল মিনায় পাথর নিক্ষেপ। এটি শয়তানকে পাথর মারার প্রতীক। অর্থাৎ দীনের দায়িত্ব পালনে যদি শয়তান বা শয়তানি কোন শক্তি বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে তিনি দীনের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকবেন না। বরং বাতিল শক্তিকে অপসারণ করে তার চলার পথকে বাধা মুক্ত করবেন।

এতে ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে লড়াই বাধলে লড়ে যাবে, প্রয়োজনে মারবে বা মরবে।

এ শিক্ষাগুলোকে সামনে রেখেই হাজীগণকে সামনে পথ চলতে হবে। তাহলে হজ্জ সার্থক হবে এবং সার্থক হবে নিজের জীবনও। ■

আখিরাতের জবাবদিহিতা

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

অনুবাদঃ 'যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন? তারা বলবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই; আপনিইতো গায়েব সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন'। (আল মায়িদা-১০৯)

নামকরণঃ সূরাটির ১১২ নং আয়াতে উল্লেখিত 'মায়িদাহ' শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মায়িদাহ শব্দটির অর্থ খাবারপূর্ণ পাত্র।

নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ সূরা আল–মায়িদাহ সর্বসম্মত মতে মাদানী সূরা। মাদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিকের সূরা। কেউ কেউ তো এটি আল–কুরআনেরও সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সূরা আল–মায়িদাহ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে 'আদবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী নাযিলের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচে নেমে আসেন, [মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৫৫]।

মূলবক্তব্য, শারী'য়াতের বিভিন্ন বিধান, যেমনঃ ওযু, গোসল, তাইয়াম্মুম, শাসন ব্যবস্থাসহ সর্বত্র ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা। সত্যের সাক্ষ্য, জীবন ও অঙ্গ– প্রত্যঙ্গের কিসাস, হালাল– হারাম, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সংরক্ষণ ও পূর্ণ করা। কসম বা শপথের বিধান। মুনাফিকদের মুনাফিকীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহকে শান্তনা প্রদান। মু'আমেলাতের নীতিমালা, কিয়ামাতের কথা স্মরণ করানো, নাবীদের তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান এবং মুসলিমদের পারস্পরিক সামাজিক রীতি–নীতির বর্ণনা, মুসলিম ও অমুসলিমর মধ্যে সামাজিক সুসম্পর্ক গঠন করা এবং সহাবস্থান করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর বাণী, যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?', । আলোচ্য আয়াতে পরকালে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ হাশরের মাঠে সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। সবার হিসেব– নিকেশের ব্যবস্থা করবেন। তারই অংশ হিসেবে নাবী ও রাসূলগণকে একত্রিত করে তাদের সম্প্রদায় ও জাতির লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, জাতির লোকেরা কি তাদের দা'ওয়াত ও আল্লাহ প্রেরীত জীবন বিধান ও সত্যদীনের প্রতি আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল? তারা কি আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিল?। তাই আল্লাহ সুবহানাহু মানুষদেরকে সাবধান করেছেন যে, তোমরা নাবী– রাসূলগণের কথা শোন। তারা তোমাদের পরকালের জবাবদিহির ব্যাপারে সাবধান করছে। তারা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাই তাদের কথা অবহেলা না করে গুরুত্ব দাও এবং হিসাবের দিনের কথা স্মরণ কর, [তাফসীরুত তাবারী ১১/২০৯, তাফসীর ইবন কাসীর ৩/২২২, ৩/৩৮৮]।

এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের জবাব তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, **قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** **'তারা বলবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই; আপনিইতো গায়েব সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল জানেন',** । অর্থাৎ নাবী– রাসূলগণ ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে জবাব দেবেন যে, আমাদের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। হে আল্লাহ! আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। অথবা তারা আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষিতে বলবে, আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে অধিক অবগত। কেননা আমরা না হয় মানুষগুলোর প্রকাশ্যটা জানি কিন্তু তাদের ভেতর ও অদৃশ্যের খবর তো আমরা জানি না। আর আপনি তো দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে পারিপূর্ণ ওয়াকিফহাল, [তাফসীর আত্–তাবারী ১১/২১১, তাফসীর ইবন কাসীর ৩/২২২]। আখিরাতের জবাবদিহিতা পরকালে সংঘটিত অনেকগুলো বিষয়ের একটি অন্যতম বিষয়। আমরা

আলোচ্য আয়াতের আলোকে পরকালে কি কি বিষয়ে জবাবদিহিতা রয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বিষয় তুলে ধরছি;

হিসাব ও জবাবদিহিতা: মানুষকে পরকালের হিসাব ও জবাবদিহিতার জন্য দুটি স্থানে মোকাবেলা করতে হবে; এক. কবরের সওয়াল ও জওয়াব, দুই. হিসাবের দিনের জবাবদিহিতা।

এক. কবরের প্রশ্ন ও উত্তর: মানুষ মৃত্যু বরণ করার পর যে জীবন শুরু হয়, তাই কবরের বা বারযাখী জীবন। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষকে কবরে রাখার পর তার আত্মীয় –স্বজন ফিরে আসা মাত্রই, এমনকি তখন কবরবাসী তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এর উত্তরের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী স্তরে তার সাথে আচরণ করা হবে। এ

সম্পর্কে আলবারা ইবন 'আযিব বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চুপচাপ বসেছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে প্রতিদিন দু/তিনবার কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ চাও',। অতঃপর তিনি বলেন, তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসায়, অতঃপর বলবে,

مَنْ رَبُّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ اللهُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإِسْلاَمُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ قالَ فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيقُولاَنِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ

'তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তারপর তারা তাকে বলবে, তোমার দীন কি? সে বলবে, আমার দীন ইসলাম। তারা তাকে বলবে, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলবে, তুমি কিভাবে জানলে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি, অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি',। তারপর তার জন্য জান্নাত থেকে আরাম –আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে। একইভাবে কাফির ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন, তার রূহও তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসায় এবং জিজ্ঞেস করে,

مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي؟

'তোমার রব কে? সে তখন বলবে, হায়! হায়! আমি তো জানি না। তারা তাকে বলবে, তোমার দীন কি? সে বলবে, হায়! হায়! আমি তো জানি না। তারা তখন তাকে বলবেন, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, হায়! হায়! আমি তো জানি না'। তখন তার জন্য জাহান্নাম থেকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। [আবু দাউদ ৪/২৩৯, নং ৪৭৫৩, মুসনাদ আহমাদ ৩০/৪৯৯, নং ১৮৫৩৪, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]।

দুই. পরকালের জবাবদিহিঃ হাশরের মাঠে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। সবাই বিবস্ত্র, খালি পা এবং খাতনাবিহীন উঠবে। আয়েশা (রা) বলেন, তাহলে তো একে অপরের দিকে নযর দিবে। রাসূলুল্লাহ বলেন, অবস্থা সেদিন এর চেয়ে ভয়াবহ হবে যে, কেউ কারো দিকে তাকানোর চিন্তাও করবে না। সূর্য মাথার উপর এক মাইল দূর থেকে তাপ দেবে। মানুষ প্রচন্ড ঘামের মধ্যে থাকবে। এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেসময় সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। মানুষ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে হিসাবের অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ

করতে আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ('আ) নাবীদের কাছে যাবে। সবাই অস্বীকার করবে সবশেষে রাসূলুল্লাহর শাফা'য়াতে 'উযমার প্রেক্ষিতে আল্লাহ হিসাবের কার্যক্রম শুরু করবেন।

হিসাব নিকাশ শুরু: মানুষকে আল্লাহর সামনে হিসাব দেবার জন্য দাঁড়াতে হবে। সেসময় ব্যক্তির সৎকর্ম ছাড়া আর কোন কিছুই তার সাহায্যকারী থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

'তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, মহাদিনে? যেদিন সমস্ত মানুষ সৃষ্টিজগতের রবের সামনে দাঁড়াবে', [আল– মুতাফফিফীন- ৮৩: ৪– ৬]। আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন,

{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ}

'আর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে তো প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের কী হল যে, তোমরা একে অন্যের সাহায্য করছ না? বস্তুত তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী', [আস্– সাফ্ফাত–৩৭: ২৪– ২৬]। এর সমর্থনে সাহীহ মুসলিম ইবন 'আমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসও রয়েছে, [৪/২২৫৮, নং ২৯৪০]।

আমলনামা পেশ করা হবে, ন্যায় বিচার করা হবে, কোন যুলম করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}

'আর 'আমলনামা পেশ করা হবে। আর নাবীগণ ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলে মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে। আর তাদের প্রতি যুলম করা হবে না। [আয্– যুমার– ৩৯: ৬৯]। অর্থাৎ নাবীদের সাথে অন্যান্য সাক্ষী, যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ফেরেশতাগণ, উম্মাতে মুহাম্মাদী, এবং কারো কারো মতে আল্লাহর পথের শহীদগণও থাকবেন, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৫/২৮২– ২৮৩, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ২/২৩০২– ২৩০৩]। আল্লাহ আর বলেন,

{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}

'আর আমলনাম উপস্থিত করা হবে,তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে। আর তারা যা আমল

করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে, আর আপনার রব তো কারো প্রতি যুলম করেন না', [আল- কাহ্ফ- ১৮: ৪৯]।

মানুষের 'আমলনামা প্রদান, কিয়ামাতের দিন মানুষকে দু'ভাবে তাদের কৃতকর্মের 'আমলনামা' প্রদান করা হবে। **এক.** ডান হাতে প্রদান করা হবে। আর তাদের হিসেব সহজ হবে এবং তারা হাসি-খুশি হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}

বস্তুতঃ যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসেব সহজেই নেয়া হবে', [আল-ইনশিকাক- ৮৪: ৭-৮]। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যার হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না'। এ কথা শুনে 'আয়িশা (রা) বলেন, কুরআন কারীমে কি এ আয়াতটি বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন, এ আয়াতে যে সহজ হিসেবের কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর কাছে শুধু পেশ করা। যার আমলনামা পর্যালোচনা করা হবে। সে 'আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না', [সাহীহুল বুখারী ৬/১৬৭, নং ৪৯৩৯, সাহীহ মুসলিম ৪/২২০৪, নং ২৮৭৬]। **দুই.** 'আমলনামা পিঠের দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে। সে তখন মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, [আল-ইনশিকাক- ৮৪: ৭- ১৪, আল-হাক্কাহ- ৬৯: ১৮- ৩২]।

হিসাবের সময় যেসব প্রশ্ন করা হবে, কিয়ামাত দিবসে মানুষকে দুনিয়ার সকল কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'আর তোমাদেরকে ঐসব কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যেগুলো তোমরা করেছ', [আন-নাহল- ১৬: ৯৩]। আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অতঃপর আপনার রবের কসম! আমরা তাদের সবাইকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব তারা যেসব কর্ম করেছে সে সম্পর্কে', [আল-হিজ্র- ১৫: ৯২- ৯৩]। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ

'আর অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাত করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন', [সাহীহুল বুখারী ৫/১৭৭, নং ৪৪০৬, সাহীহ মুসলিম ১৩০৫, নং ১৬৭৯]। বিচার দিবসে সকল কর্ম-কান্ড সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতে প্রতিদান দেয়া হবে, [ইবন

কাসীর ৪/৬০০]। তবে সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলী ও কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যাতে বান্দারা আরো বেশী আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর সম্মুখে হিসাবের ব্যাপারে ভয় করে। যেসব নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। যেমন;

এক. প্রথমে সালাত সম্পর্কে, সাহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিয়ামাতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ

'কিয়ামাতের দিন মানুষের তাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমাদের মহিমান্বিত ও মহাপরাক্রান্ত রব তিনি অধিক অবগত হওয়া সত্বেও তাঁর ফেরেশতাকে বলবেন, আমার বান্দার সালাত দেখ, তা পরিপূর্ণ নাকি অপূর্ণ? যদি পরিপূর্ণ হয় তখন তার জন্য পরিপূর্ণ লেখা হয়। আর যদি পরিপূর্ণ হওয়া থেকে কিছু কম থাকে তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার কি নফল 'ইবাদত আছে? যদি নফল থাকে, তখন বলেন, আমার বান্দার ফরযকে তার নফল দ্বারা পূরণ করে দাও। অতঃপর এর উপর অন্য সকল 'আমলকে গ্রহণ করা হবে', [আবু দাউদ ১/২২৯, নং ৮৬৪, আলবানী হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, সাহীহ আবু দাউদ, নং ৭৭০]।

দুই. নাবী ও তার অনুসারীগণ, কিয়ামতের দিন সকল নাবী ও তাদের অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

'অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করব এবং রাসূলগণকেও অবশ্যই আমরা জিজ্ঞেস করব', [আল– আ'রাফ– ৭: ৬]। তাদেরকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হবে এ আয়াতে তা বলা না হলেও অন্যান্য আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ

'স্মরণ করুন! যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন'? [আল–মায়িদাহ– ৫: ১০৯]। আর সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

‘আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে’, [আল- কাসাস– ২৮ : ৬৫]।

তিন. কুফর ও শিরক: কুফর ও শিরক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ

‘আর আমরা তাদেরকে যা রিযক দিয়েছি তা থেকে একটি অংশ তারা তার জন্য নির্ধারণ করে যে সম্পর্কে তারা জানে না। আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু কল্পনা প্রসূত মিথ্যারোপ করছ সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে’, [আন– নাহল- ১৬: ৫৬]। অর্থাৎ মুশরিকগণ তাদের কল্পনাপ্রসূত চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী নানা সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহর সাথে শারীক করে তাঁকে বাদ দিয়ে তাদের উপাসনা করেছে। যেমন তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা, ‘ঈসা (‘আ)কে আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি স্থির করে তাদের পুর্জা– উপাসনা করেছে, [ইবন কাসীর ৪/৫৭৭, আদওয়াইল বায়ান ২/৩৮৬]।

চার. ফেরেশতাদের ব্যাপারে মিথ্যারোপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

‘আর তারা রাহমানের বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে’, [আয্–যুখরুফ– ৪৩ : ১৯]।

পাঁচ.আল–কুরআন, কিয়ামাতের দিন কুরআন কারীম সম্পর্কেও মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ}

‘আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য যিকর এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’, [আয্– যুখরুফ– ৪৩ : ৪৪]।

ছয়. সর্বশেষ নাবী সম্পর্কে তার উম্মাতকে প্রশ্ন করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন,

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ

‘(কিয়ামাতের দিন) আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা বলব, আপনি আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নাসীহত করেছেন’,। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন’, [সাহীহ মুসলিম ২/৮৯০, নং ১২১৮]।

সাত. অধিনস্তদের প্রতি দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, তার অধিনস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সুতরাং মানুষের উপর নিয়োজিত শাসক দায়িত্বশীল তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মহিলা তার স্বামীর বাড়ির দায়িত্বশীলা, তাকে তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। চাকর তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সাবধান! অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল তাকে তার অধিনস্ত সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে', [সাহীহুল বুখারী ৩/১৫০, নং ২৫৫৪, সাহীহ মুসলিম ৩/১৪৫৯, নং ১৮২৯]।

আট. প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার, কিয়ামাতের দিন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}

'আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে', [বানূ ইসরাঈল- ১৭: ৩৪]। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولًا

'অবশ্যই তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে', [আল-আহযাব- ৩৩: ১৫]।

নয়. আল্লাহ প্রদত্ত সকল অনুগ্রহও সম্পদ, মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সম্পদ ও প্রতিপত্তি দেয়া হয় এটা তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। এ সম্পর্কেও কিয়ামাতে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

'তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নি'য়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে', [আত্- তাকাসুর- ১০২: ৮]। ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, এসব নি'য়ামাত হচ্ছে, সুস্থ শরীর, সুন্দর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ইত্যাদি, [ইবন কাসীর ৮/৪৭৭]। যেমন হাদীসে আছে

যে, দু'টি নি'য়ামত যাতে প্রবল আশা করা হয়, সুস্বাস্থ ও অবকাশ সময়', [সাহীহুল বুখারী, নং ৬৪১২]।

সাহাবীগণ (রা) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، عَنْ أَيِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ؟ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوفُنَا عَلَى رِقَابِنَا وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَيِّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ؟ قَالَ: " إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কী ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে? আমরা পানি আর খেজুর ছাড়া আর কিছুই তো পাই না। আর ঘাড়ের উপর সবসময় তরবারী ঝুলতেছে। শত্রুরা সবসময় সামনে দাঁড়ানো। তাহলে আমাদেরকে আর কী জিজ্ঞেস করা হবে? রাসূলুল্লাহ জবাব দিলেন, তবুও এটা ঘটবে', [মুসনাদ আহমাদ ৩৯/৪৭, নং ২৩৬৪০, হাদীসটি হাসান]।

দশ. জ্ঞান, কান, চোখ ও অন্তর, কিয়ামতের দিন জ্ঞান, কান, চোখ ও অন্তর সম্পর্কেও ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হবে। এগুলোও আল্লাহর নি'য়ামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

'আর যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবে না। নিঃসন্দেহে কান, চোখ ও হৃদয়, এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে', [বানূ ইসরাঈল– ১৭: ৩৬]।

এগার. অন্যায়– অপকর্ম বিষয়ে ভূমিকা, অন্যায় ও অপকর্ম মোকাবেলায় কি ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আবু সা'ঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ

'নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করবেন, এমন কি তিনি বলবেন, তুমি যখন অন্যায় করতে দেখলে তখন তার প্রতিবাদ করতে কিসে তোমাকে বারণ করেছিল। আল্লাহ যখন বান্দাকে তার যুক্তি বুঝিয়ে দেবেন তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার প্রতি সুধারণা করেছি আর মানুষকে ভয় করেছি', [মুসনাদ আহমাদ ১৮/২৬২, নং ১১৭৩৫, সুনান ইবন মাযাহ ২/১৩৩২, নং ৪০১৭, আলবানীসহ অন্য গবেষকগণ হাদীসটি সাহীহ বলেছেন]।

বার. পাঁচটি বিষয়ে জবাবদিহীতা, কিয়ামাতের দিন আর পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান ছাড়া বান্দাদের পা এক চুল পরিমাণও নড়বে না। বিচারের

মাঠ ত্যাগ করতে পারবে না। ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

‘আদম সন্তানের পা কিয়ামাতের দিন তার রবের সামনে থেকে নড়বে না যতক্ষণ পাঁচটি বিষয়ে তাকে জবাবদিহী করা হয়। তার জীবন, কোন ভাবে শেষ করেছে। আর তার যৌবনকাল সম্পর্কে কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে? এবং সে যে ইলম অর্জন করেছে, তা কিভাবে আমলে পরিণত করেছে’, [সুনানুত তিরমিযী ৪/১৯০, নং ২৪২২, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, সাহীহুত তিরমিযী, নং ১৯৬৯]।

তের: বাড়ি, গাড়ি বাহন নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হতে হবে, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيَلْقَيَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ فُلَانَةَ خَطَبَهَا الْخُطَّابُ، فَمَنَعْتُهُمْ وَزَوَّجْتُكَ؟

‘কিয়ামাতের দিন (তোমাদের কোনো) ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত করবেন। তখন তিনি তাকে বলবেন, আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটের ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ দেইনি? আমি কি তোমাকে অমুক মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করিনি? অথচ তাকে বিয়ে করার জন্য অনেকে প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়েছি এবং তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছি?’, [সাহীহ ইবন হিব্বান ১৬/৩৬৭, নং ৭৩৬৭, শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]।

শিক্ষাসমূহ: আলোচ্য আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনাতে অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে। নিম্নে কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরা হলো;

এক. প্রতিটি মু’মিন– মুসলিমের গভীর বিশ্বাস থাকা উচিত যে, পরকালের প্রথম ধাপ হচ্ছে কবরের জীবন বা বারযাখী জীবন। কবরের জীবনে পরিত্রাণ পেলে পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে, অন্যথায় পুরো আখিরাতের জীবনে নেমে আসবে দু:খ–দুর্দশা ও কষ্ট।

দুই. কিয়ামাতের দিনে বিচারের মাঠে সকলকে বিচারের জন্য মুখোমুখী হতে হবে। এমনকি নাবী– রাসূলগণকেও একত্রিত হয়ে তাদের বিষয়ে জবাবদিহি নেয়া হবে এবং উম্মাতেরও জবাবদিহি করতে হবে। আখিরাতের জবাবদিহির জন্য সচেতন মু’মিনের দুনিয়াতেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

তিন. পরকালে যেহেতু মানুষের দুনিয়ায় সম্পন্ন করা সকল কর্মের হিসেব দিতে হবে। তাই ভাল ও নেক 'আমল করা সকলের জন্য অপরিহার্য।

চার. জীবন– যৌবন, সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় এবং জ্ঞন– প্রজ্ঞার বিষয়ে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। এই কঠিন সত্য উপলব্ধি করে দুনিয়াতে সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করা জরুরী।

পাঁচ. সকল প্রকারের অঙ্গিকার, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, শপথ, নেতৃত্ব– দায়িত্ব এবং আল্লাহর ছোট বড় সকল নি'য়ামত ও অনুগ্রহের ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কোন অনুগ্রহই ছোট নয়।

মহান করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে পরকালের জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের জন্য হিসাবকে সহজ করে দিন! আমনী!!

প্রফেরস শাইখ ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

কুধারণা : সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিনষ্টের কারণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ».

অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "সাবধান! তোমরা ধারণা করা (ধারণা করে কথা বলা ও কাজ করা) থেকে বিরত থাকো। কেননা ধারণা করে কথা বলা সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাচার"।[১]

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁর ইবাদাতের উদ্দেশে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষে আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যেহেতু দুনিয়ার জীবন বহুমাত্রিক প্রতারণায় ভরপুর, তাই মানুষ নাফসের তাড়নায় কখনো কখনো তাঁর অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ে এবং দুনিয়ার জীবন যে পরীক্ষাক্ষেত্র তা অবলীলায় ভুলে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু কাজ করি যাকে আমরা অপরাধ মনে করি না অথচ তা আমলের দিক থেকে কখনো কখনো গর্হিত কাজের পর্যায়ে পড়ে। এমনই ধরনের একটি কাজ হচ্ছে, সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই কারো বিরুদ্ধে অনুমাননির্ভর কথা বলা বা কারো প্রতি খারাপ কিছু আরোপ করা। এটা যেমন ব্যক্তি পর্যায়ে হয়ে থাকে তদ্রূপ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও হয়ে থাকে। ফলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে যেমন ক্ষুব্ধ করে তদ্রূপ বহুমাত্রিকভাবে ক্ষতিও করে।

আমরা অত্র দারসুল হাদীসে কেবল কুধারণার পরিণাম ও সুধারণা ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। মূল আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আমরা প্রথমে আয-যান্ন (الظَّنَّ)-এর অর্থ জানবো।

আয-যান্ন (الظَّنَّ) শব্দটি আরবী। এটি ক্রিয়ামূল। এর মূলধাতু ظ – ن – ن । এর দুটো

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি, বাব : মা জাআ ফী সুয়িয-যান, হাদীসটি হাসান সহীহ, নং ২১১৮

অর্থ রয়েছে। যেমন, (ক) দৃঢ় বিশ্বাস করা। যেমন বলা হয়- **ظننت ظنا اي ايقنت** অর্থাৎ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করলাম, আমি সুধারণা পোষণ করলাম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ.

"তারা (দৃঢ়ভাবে) বিশ্বাস করে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে"...।[২]

এই আয়াতে আয-যান্ন (**الظَّنّ**) শব্দটি সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) এর অপর একটি অর্থ হচ্ছে, সন্দেহ পোষণ করা, নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা। যেমন বলা হয়- আমি এবিষয়ে অনুমান করে বলছি। এক্ষেত্রে সত্যের কোনো সংশ্লেষ থাকে না। অনুমান বা ধারণা নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন-

(ক) ধারণা হারাম : মহান আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করা।

(খ) ধারণা ওয়াজিব : কখনো কখনো কোনো বিষয়ে আমলে আনা আইনত অত্যাবশ্যক অথচ সেসম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ'য় কেনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকা। যেমন, কিবলা নির্ধারণ বিষয়ে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করা ওয়াজিব।

(গ) ধারণা মুস্তাহাব : প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করা উচিত। কুধারণা বা অনুমান করে কথা বলায় কখনো কখনো মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়।

(ঘ) ধারণা জায়েয : কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে গিয়ে রাক'আত সম্পর্কে সন্দেহ হলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করা জায়েয।[৩]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রকার ধারণা বা অনুমান নিষিদ্ধ নয়। বরং কখনো কখনো তা পছন্দনীয়। আবার কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোনো কোনো অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বৈধ, তবে সীমালঙ্ঘন করা জায়েয নয়। তাই একথা বলা হয়নি যে, সর্বপ্রকার ধারণা থেকে বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিক ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। এছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে, কোনো কোনো ধারণা-অনুমান পাপ। এই সতর্কীকরণ থেকে বোঝা যায় যে, যখনই কোনো ব্যাপারে একান্তভাবে ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে কিংবা কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে তখন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই করে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

এখন আমরা মূল আলোচনায় যাবো। প্রথমেই কুধারণা পোষণের ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নিবো। কুধারণা পোষণ মূলত গর্হিত কাজ। এর পরিণাম ভয়াবহ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

---

২. সূরা আল-বাকারা, ২: ২৪৯

৩. মানহাজুদ দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিল-বিনায়িল ইজতিমাঈ. পৃ. ৪১২

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ...

"কিছু লোক নিজেদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় বিভোর ছিলো। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী যুগের মূর্খতা সুলভ কুধারণা পোষণ করেছিলো। তারা বলেছিলো, আমাদের কি কিছু করার ইখতিয়ার আছে? তুমি বলো, নিশ্চয় সকল বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারে। তারা তাদের অন্তরে (এমন কিছু) লুকিয়ে রাখে যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি আমাদের কিছু করার ইখতিয়ার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো, তোমরা যদি তোমাদের বাড়ি-ঘরেও অবস্থান করতে তবুও যাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিলো, তারা তাদের নির্ধারিত স্থানে অবশ্যই বেরিয়ে আসতো"...।[৪]

অর্থাৎ মুনাফিকরা ধারণা করেছিলো, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিলো মূলত নিজ জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। তাই তারা মহানবী (স) এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশে কের হলেও অবশেষে তারা কেটে পড়ে। এই ঘটনা ছিলো সেদিকে ইঙ্গিতবহ। সুতরাং মহান আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা জঘন্যতম অপরাধ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অনুমান সত্যের মুকাবিলায় অকার্যকর। অনুমান করে এবং কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে কেনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া একেবারেই সমীচীন নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ...

"তাদের অধিকাংশ লোক অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ অনুমান সত্যের মুকাবিলায় কোনো কাজে আসে না"...।[৫]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। উপরন্তু তোমরা মনে করতে, তোমরা যা করতে

৪. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৪
৫. সূরা উইনুস, ১০ : ৩৬

তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত"।[৬]

কুধারণা পোষণের পরিণাম ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ...

"আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যারা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন"...।[৭] সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তি যেনো কুধারণা পোষণ না করে সেই আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ...

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ"...।[৮]

কুধারণার ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ে হাদীসেও ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ثَلاثٌ لازِمَاتٌ لأُمَّتِي : الطِّيَرَةُ ، وَالْحَسَدُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَمَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ مِمَّنْ كُنَّ فِيهِ ؟ قَالَ : إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرْ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلاَ تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَأَمْضِهِ .

হারিছা ইবনুন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "তিনটি বিষয়ে আমার উম্মাতের (সতর্ক থাকা) অপরিহার্য– কুলক্ষণে বিশ্বাস করা, হিংসা-বিদ্বেষ ও কুধারণা পোষণ করা। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যার মাঝে এই বিষয়গুলো রয়েছে সে কীভাবে তা দূর করবে ? তিনি বললেন, যখন হিংসা করবে সাথে সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। যখন কোনো বিষয়ে অনুমান করবে, তা কার্যকর করবে না এবং যখন কোনো কিছুকে অলুক্ষণে মনে করবে, তা কার্যকর করবে না"।[৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ « مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا.

---

৬. সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২২-২৩
৭. সূরা আল-ফাতাহ, ৪৮ : ৬
৮. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১২
৯. মু'জামুল কাবীর, আত-তাবারানী, হাদীছ নং ৩২২৭

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে কা‘বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি তখন বলছিলেন, তুমি কতো চমৎকার! তোমার সুগন্ধি কতো মনোমুগ্ধকর! তুমি কতো মর্যাদাবান! ঐ মহান সত্তার শপথ! মুমিনের সম্মান, তার সম্পদ ও রক্তের সম্মান আল্লাহর নিকট তোমার চেয়েও অধিক। আর আমরা তার প্রতি সুধারণা ছাড়া অন্যরূপ ধারণা করিনা”।[১০]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –ﷺ– قَالَ « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ..

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, “কোনো ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তার সবকিছু বলে বেড়ায়”।[১১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ – رضى الله عنه – كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ – ﷺ – ثُمَّ يَأْتِى قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلاَةَ ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ – قَالَ – فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى النَّبِىَّ – ﷺ – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْقِى بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ ، فَزَعَمَ أَنِّى مُنَافِقٌ . فَقَالَ النَّبِىُّ – ﷺ – « يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ – ثَلاَثًا – اقْرَأْ (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَنَحْوَهَا . «

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। “মু‘আয ইবন জাবাল (রা) নবী (স) এর সাথে সালাত আদায় করতেন, অতঃপর নিজ গোত্রে গিয়ে লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন। একদা তিনি (সালাতে) সূরা আল বাকারা পড়েন। রাবী বলেন, এক ব্যক্তি সালাত ছেড়ে চলে এসে সংক্ষেপে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে। এ সংবাদ মু‘আয (রা) এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, নিশ্চয় সে মুনাফিক। লোকটির নিকট এই সংবাদ পৌছলে, সে নবী (স) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন এক সম্প্রদায় যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং আমাদের উট দিয়ে পানি সেচ করি। মু‘আয (রা) আমাদের নিয়ে গত রাতে সালাত আদায় করেছেন এবং তাতে তিনি সূরা আল বাকারা পাঠ করেছেন। তাই আমি একাকী সংক্ষেপে সালাত আদায় করেছি আর তিনি আমাকে মুনাফিক বলেছেন। নবী (স) বলেন, হে মু‘আয! তুমি কি ফিতনাসৃষ্টিকারী? একথা তিনি তিনবার বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি সালাতে ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা (সূরা আশ-শাম্‌স), সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা (সূরা আল-আ‘লা) কিংবা তদনুরূপ সূরা পাঠ করবে”।[১২]

১০. ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান , বাব : হুরমাতু দামিল মুমিনি ওয়া মালিহি, হাদীছ নং ৪০৬৭
১১. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব : আত-তাশদীদু ফিল-কিযব, হাদীছ নং ৪৯৯৪
১২. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব : মান লাম ইয়া রা ইশফারা মান কালা যালিকা মুতাওয়ালান আও জাহিলান, নং ৬১০৬

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর ব্যাপারে অনুমান করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া পাপ।

এখন আমরা সুধারণার সুফল নিয়ে আলোচনা করবো। এবিষয়েও কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। সুধারণা পোষণ করা মূলত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ . الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করো। কিন্তু সালাত বড়ই কঠিন কাজ, তবে অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়, যারা ধারণা করে যে, তাদের রবের সাথে তাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে এবং তাঁর নিকটই তাদের ফিরে যেতে হবে"।[১৩] অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ .

"অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এই যে আমার কাজের বিবরণী, তোমরা পড়ে দেখো। আমি বিশ্বাস করতাম, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে,যার ফলগুলো অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা করেছিলে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার করো। পক্ষান্তরে যার কাজের বিবরণী তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, আহা! যদি আমাকে আমার কাজের বিবরণী মোটেই না দেয়া হতো! আমার হিসাব একেবারেই আমি না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুতেই যদি শেষ হয়ে যেতো" ...![১৪]

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا – وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا .

"আমরা ধারণা করি, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং পালিয়েও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না। আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনতে

---

১৩. সূরা আল-বাকারা, ২ : ৪৫-৪৮
১৪. সূরা আল-হাক্কা, ৬৯ : ১৯-২৭

পেয়েছি তার ওপর ঈমান এনেছি। অতএব যে ব্যক্তি তার রবের ওপর ঈমান আনবে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এবং অত্যাচারিত হওয়ার কোনো আশংকা থাকবে না"।[১৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং সে আলোকে 'আমলের পরিণাম কতোই না চমৎকার। পক্ষান্তরে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস এবং সে আলোকে 'আমলের পরিণাম কতই না ভয়াবহ। হাদীসেও এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : "মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার নিকট তদ্রূপই"...।[১৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللهِ –ﷺ– قَالَ « حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ .

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "অসুধারণা পোষণ করা উত্তম 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত"।[১৭]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ –ﷺ– قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যুবরণ না করে"।[১৮]

عَنْ أَبِى بَكْرٍ – رضى الله عنه – قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ – ﷺ – وَأَنَا فِى الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا . فَقَالَ « مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا .

আবূ বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি গুহায় অবস্থানকালে নবী (স) কে বললাম, কেউ যদি তাদের দু'পায়ের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বলেন, হে আবূ বাক্‌র ! ঐ দু'জনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, আল্লাহ যাদের তৃতীয়জন"?[১৯]

---

১৫. সূরা আল-জিন, ৭২ : ১২-১৩

১৬. বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব : কওলুল্লাহি তা'আলা- ওয়া ইউ হাজ্জিরিকুমুল্লাহু নাফসাহ, নং ৭৪০৫

১৭. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব: ফী হুসনিয-যান্ন, নং ৪৯৯৩

১৮. আবূ দাউদ, কিতাবুল জানাযা, বাব : মা ইউসতাহাব্বু মিন হুসনিয-যান্নি বিল্লাহি ইনদাল মাওত, নং ৩১১৫

১৯. বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন্নাবী স. বাব : মানাকিবুল মুহাজিরীনা ওয়া ফাদলিহিম, নং ৩৬৫৩

عن خيثمة قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل.

খায়সামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, "সেই মহান আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নেই, একজন মুমিন বান্দাকে যেসব কল্যাণকর বস্তু দান করা হয়েছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে মহান আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা"।[২০]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণে রয়েছে ব্যাপক কল্যাণ এবং পরিণামে রয়েছে সুখকর ঠিকানা।

হাদীস থেকে শিক্ষা

১. সুধারণা মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়।

২. পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৩. সুধারণার ফলে সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে।

৪. কুধারণা পোষণ করা মুনাফিকের লক্ষণ।

৫. কুধারণা মানুষকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করে।

৬. হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

৭. দুর্বল ঈমানের পরিচয়

মহান আল্লাহ যেনো আমাদেরকে আমাদের সকল কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে পরিশুদ্ধ করেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

২০. ইবন আবুদ দুনিয়া, হুসনুয-যান, পৃ. ৯৬

২৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

‘উমার (রা)-এর জীবনের শেষের কয়েকটি দিন

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মু‘আবিয়া বলতেন, আর আবূ বাকর (রা), তিনি দুনিয়ার প্রত্যাশী ছিলেন না, আর দুনিয়াও তাঁকে চায়নি। আর ‘উমার (রা) দুনিয়া তাঁকে প্রত্যাশা করেছে কিন্তু তিনি দুনিয়ার প্রত্যাশী হননি। আর আমরা পেটের জন্য তার মধ্যে গড়াগড়ি করি।[১] ‘আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) এসে দেখেন, ‘উমার (রা) এর সালাতুল জানাযাহ আদায় করা হয়ে গেছে। তখন তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, যদিও তোমরা তাঁর সালাতুল জানাযাহ আদায়ের ব্যাপারে আমার অগ্রগামী হয়েছো, তবে তাঁর প্রশংসায় তোমরা আমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না। তারপর তিনি ‘উমার (রা) এর মৃতদেহ যে খাটের উপর ছিলো সেটির পাশে দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, হে ‘উমার! ইসলামের ভাই হিসেবে আপনি কত না চমৎকার মানুষ ছিলেন। আপনি ছিলেন সত্যের জন্য উদার, অসত্যের জন্য কৃপণ, সন্তুষ্টির সময় সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্টির সময় অসন্তুষ্ট। অতিরিক্ত প্রশংসাকারী যেমন ছিলেন না, তেমনি পরোক্ষে নিন্দাকারীও ছিলেন না। আপনার ভেতরটা যেমন ভালো, বাহিরটাও তেমনি চমৎকার।[২]

উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশা (রা) বলেন, যে ‘উমার (রা) কে দেখেছে, সে জেনেছে, ইসলামের সমৃদ্ধির জন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ চালক যাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত সহকারী তৈরি করেছেন।[৩] যে দিন ‘উমার (রা) কে আঘাত করা হয়, সেদিন উম্মু আয়মান (রা) বলেন, আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে।[৪]

‘উমার (রা) এর মেয়ে উম্মুল মু’মিনীন হাফসা (রা) পিতার মৃত্যুর সময় বলেনঃ হে আমার আব্বু! পরম দয়ালু রব এর নিকট পৌঁছার পর আপনাকে হেয় ও অপমানিত হতে হবে না এবং আপনার নিকট কারো কোনো দাবীও থাকবে না। আমার কাছে আপনার জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। আমি সেই গোপন কথা দু’বার প্রকাশ করতে চাই

১. তারীখ আল খুলাফা- ৪৬; আখবারু ‘উমার ৪২৭।
২. তাবাকাতু ইবন সা‘দ ১/২৬৮; ইবনুল জাওযী: মানাকিবু ‘উমার ২১৫।
৩. মানাকিবু ‘উমার ২১৫; আখবারু ‘উমার ৪২৭।
৪. প্রাগুক্ত; তাবাকাতু ইবন সা‘দ ১/২৬৮।

না। আপনার ন্যায়নিষ্ঠতাই হবে আপনার সর্বোত্তম সুপারিশকারী। আপনার শক্ত-কঠিন জীবন যাপন, লোভ থেকে আপনার সংযম ও পবিত্র থাকা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের আপনার দমন করার কথা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অজানা নয়।[৫]

শিফা' বিনতে 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! 'উমার (রা) যখন কথা বলতেন, মানুষকে শুনিয়ে জোরে বলতেন, যখন চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন, আর যখন কাউকে মারতেন, ব্যথা দিতেন। আর তিনিই ছিলেন সত্যিকার 'ইবাদাতকারী। কুবায়সা ইবন জাবির (রা) বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সঙ্গ লাভ করেছি। তাঁর চাইতে কিতাবুল্লাহর বেশি পাঠকারী, আল্লাহর দীনের বেশি জ্ঞানী এবং মানুষকে সুন্দরভাবে শিক্ষাদানকারী আর কাউকে দেখিনি।[৬] হাসান আল বাসরী (রহ) বলেন, তোমরা যদি কোনো মাজলিস বা সমাবেশকে সুন্দর করতে চাও তাহলে 'উমার (রা) এর আলোচনায় পূর্ণ করে তুলবে। তিনি আরো বলেন, কোনো বাড়ির লোকেরা যদি 'উমার (রা) এর হারানোতে শোকাভিভূত বা কষ্ট না পায়, তাহলে সেই বাড়ির লোকেরা খুবই খারাপ।[৭]

(ক) 'উমার (রা) কে দাফনের পর তাঁর প্রতি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সম্মান প্রদর্শন: 'আয়িশা (রা) বলেন, যে ঘরে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আমার পিতা এ দু'জন যতদিন ছিলেন, আমি তখন সেই ঘরে প্রবেশ করতাম। পরে 'উমার (রা) কে যখন তাঁদের দু'জনের পাশে দাফন করা হয়, আল্লাহর কসম! তারপর আমি নিজেকে কাপড় দিয়ে না ঢেকে কখনো সে ঘরে ঢুকিনি। এর কারণ হলো 'উমার (রা) এর প্রতি আমার তীব্র লজ্জা।[৮] আল কাসিম ইবন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত। 'আয়িশা (রা) বলেন, "যে 'উমার (রা) কে দেখেছে, সে জেনেছে, ইসলামকে সমৃদ্ধ করার জন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! তিনি ছিলেন দক্ষ চালক ও অতুলনীয় সৃষ্টি। বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁর সমকক্ষ খুব কম লোকই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

'আয়িশা (রা) আরো বলেন, তোমরা যখন 'উমার (রা) এর আলোচনা করবে, তখন সেই মাজলিসটি খুবই আনন্দময় হয়ে উঠবে।[৯]

(গ) 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, দাড়িপাল্লার এক পাশে যদি 'উমার (রা) এর 'ইলম তথা জ্ঞান রাখা হয়, আর অন্য পাশে রাখা হয় সারা পৃথিবীর জ্ঞান,

---

৫. আখবারু 'উমার ৪২৮।
৬. মানাকিবু 'উমার ২১৭; আল ইসবাফী তাময়ীযিস সাহাবা- ৩/২৬৮।
৭. ইবন সা'দ: আত তাবাকাত- ১/২৭১; মানাকিবু 'উমার ২১৭।
৮. মাহদুস সাওয়াব- ৩/৮৫২।
৯. প্রাগুক্ত- ৩/৮৫৩; মানাকিবু আমীরিল মু'মিনীন 'উমার- ২৪৯।

তাহলে 'উমার (রা) এর জ্ঞানই ভারি হবে।[১০] তিনি আরো বলেন, আমি অবশ্যই মনে করি 'উমার (রা) পৃথিবীর নয়-দশমাংশ 'ইলম সংগে নিয়ে গেছেন।[১১] 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) আরো বলেন, 'উমার (রা) এর ইসলাম ছিলো বিজয়, তাঁর হিজরাত ছিলো সাহায্য এবং তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা ছিলো 'রহমাত' বা দয়া ও অনুগ্রহ।[১২]

(ঘ) আবু তালহা আল আনসারী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! মুসলিম পরিবারের এমন কোনো সদস্য নেই, 'উমার (রা) এর মৃত্যুতে তার দীন ও দুনিয়ার কিছু না কিছু ক্ষতি হয় নি।[১৩]

একদিন ঘুমের মধ্যে দেখলাম, তিনি মাদীনার বাজার থেকে খুবই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আসছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনি জবাবও দিলেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, ভালো আছি। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, নিজেকে কেমন দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি এই মাত্র হিসাব নিকাশ থেকে নিস্কৃতি লাভ করেছি। আমার প্রাসাদ ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। যদি না আমি আমার রবকে দয়ালু পেতাম, তাহলে তাই হতো।[১৪]

(জ) মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) বলেনঃ আবূ বাকর (রা) দুনিয়া চাননি, আর দুনিয়াও তাঁকে চায়নি। আর 'উমার (রা) দুনিয়া তাঁকে চেয়েছে, কিন্তু তিনি তাকে চাননি। আর আমরা পেটের জন্য ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছি।[১৫]

(ঝ) 'আলী ইবন আল হুসাইন (রা) এর নিকট আবূ বাকর (রা) ও 'উমার এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁদের মর্যাদা কেমন ছিলো, তা জানতে চাওয়া হলো। জবাবে তিনি বলেন, আজকের দিনের মর্যাদার মতোই তাঁদের দু'জনের মর্যাদা ছিলো। তাঁরা দু'জন ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সাথী।[১৬]

(ঞ) আশ শা'বী বলেন, আমি কুবায়সা ইবন জাবিরকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি 'উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) এর সাহচার্য লাভ করেছি। আমি তাঁর চাইতে আল্লাহর কিতাব বেশি পাঠকারী, আল্লাহর দীনের বেশি জ্ঞানী এবং তাঁর চাইতে সুন্দর শিক্ষা দানকারী আর কাউকে দেখিনি।[১৭]

---

১০. ড. সাল্লাবীঃ 'উমার ইবন আল খাত্তাব- ৫৩৬।
১১. আত তাবারানীঃ আল মু'জাম আল কাবীর- ৯/১৭৯।
১২. প্রাগুক্ত- ৯/১৯৮।
১৩. তাবাকাত- ৩/৩৭৪।
১৪. তারীখ আল মাদীনা- ৩/৩৪৫।
১৫. আয যাহাবীঃ তারীখ আল ইসলাম ফী আহদি আল খুলাফা আর রাশিদীন- ২৬৭।
১৬. মাহদ আস সাওয়াব- ৫৯।
১৭. ড. সাল্লাবীঃ 'উমার ইবন আল খাত্তাব- ৫৩৭।

(ট) আল হাসান আল বাসরী (রহ) বলেন, তোমরা যদি কোনো মাজলিস তথা সমাবেশকে সুন্দর করতে চাও, তাহলে বেশি বেশি 'উমার (রা) কে নিয়ে আলোচনা করবে।[১৮] তিনি আরো বলেন, যে বাড়ির লোকদের উপর 'উমার (রা) কে হারানোর কোনো ছাপ পড়েনি, তারা অতি নিকৃষ্ট মানুষ।[১৯]

আওয়ালিয়াতে 'উমার (রা)

ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় আওয়ালিয়াতে 'উমার হলো- এমন সব বিষয় যা 'উমার (রা) সর্বপ্রথম উদ্ভাবন ও চালু করেন। তাঁর পূর্বে সে সব বিষয়ের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। 'উমার (রা)-এর সেই আওয়ালিয়াতের কিছু কথা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:[২০]

১। তিনিই প্রথম মাদীনায় টহলদারী শুরু করেন।

২। তিনি প্রথম ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন এবং তার দ্বারা মানুষকে পিঁটুনিও দিতেন।

৩। বায়তুল মাল ও রাজকোষের উদ্ভাবন করেন।

৪। আদালত প্রতিষ্ঠা ও কাযী নিয়োগ।

৫। হিজরী সনের প্রবর্তন।

৬। আমিরুল মু'মিনীন উপাধী গ্রহণ।

৭। স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা ধার্যকরণ।

৮। সরকারি কাজের জন্য দপ্তর বা দিওয়ান প্রতিষ্ঠা।

৯। ভূমি জরিপ বিভাগ স্থাপন।

১০। আদমশুমারি বা লোক গণনার প্রচলন করেন।

১১। ভূমির কর-খাজনা ও জিযইয়া প্রবর্তন।

১২। সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য খাল খনন ও নদী সংস্করণের বিভাগ স্থাপন।

১৩। নতুন শহর ও নগরের প্রতিষ্ঠা, যেমন: কূফা, বসরা, আল জাযীরা, মিসরের আল-ফুসতাত ইত্যাদি।

১৪। দেশকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্তকরণ।

১৬। সাগরে উৎপন্ন মাছ ও মুক্তার উপর কর ধার্যকরণ।

---

১৮. মাহদ আস সাওয়াব- ৩/৯০৯; মানাকিবু আমীরিল মু'মিনীন 'উমার- ২৫১।

১৯. তাবাকাত- ৩/৩৭২।

২০. দেখুন: ইবন সা'দ- আত তাবাকাত ১/১০২, ১০৩, ২০৪; ইবনুল জাওযী : মানাকিবু আমীরিল মু'মিনীন 'উমার- ৫২-৫৩; আখবারু 'উমার- ২০১, ২০২, ২০৬; আল মাহাসিন ওয়াল মাসাবী- ২/৪৯; আল ইসাবা- ৪/৫০৫; শিবলী নু'মানী: আল ফারূক (বাংলা অনুবাদ) ৩৯৪-৩৯৬।

১৭। অমুসলিম দেশের ব্যবসায়ীদেরকে খিলাফত অধিভূক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে ব্যবসার অনুমতি দান।

১৮। জেলখানা স্থাপন।

১৯। পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

২০। সেনানিবাস স্থাপন।

২১। নির্বাচিত ও পরিকল্পিত প্রজনন পদ্ধতিতে ঘোড়ার বংশের উন্নতি সাধন।

২২। সরকারী খাদ্য গুদাম প্রতিষ্ঠা। যেখানে আটা, খেজুর, ছাতু, কিসমিস ইত্যাদি খাদ্য জমা করে রাখা হতো। তা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বন্টন করা হতো।

২৩। মাক্কা-মাদীনায় গমনাগমনের পথে বিভিন্ন স্থানে পথিকদের সুবিধার্থে গৃহ নির্মাণ এবং পানির ব্যবস্থা করা।

২৪। রামাযান মাসে সালাতুত তারাবীহ জামা'আতে কায়েমের ব্যবস্থা করা।

২৫। বিভিন্ন শহর ও নগরে অতিথি নিবাস তৈরি করা।

২৬। মদ পানের জন্য আশি বেত্রাঘাত শাস্তি চালু করা।

২৭। ওয়াক্ফ প্রথার উদ্ভাবন।

২৮। রাস্তায় পরিত্যাক্ত শিশুদের পালনের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা।

২৯। বিভিন্ন শহর ও নগরে অতিথিশালা নির্মাণ করা।

৩০। পৃথক সেনাবাহিনী গঠন।

৩১। আল কুরআন সংকলন করে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

৩২। শিক্ষকদের ভাতা প্রদান।

৩৩। মাদীনার মাসজিদে নাবাবী ভেঙ্গে 'আব্বাস (রা) এর বাড়িটি ঢুকিয়ে বড় করে নির্মাণ করা।

৩৪। উম্মু ওয়ালাদ তথা সন্তানের মা দাসীকে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করণ।

৩৫। তারিখ নির্ধারণ ও সীল মোহর তৈরি করণ।

৩৬। তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে শূলীতে ঝুলিয়ে দণ্ড কার্যকর করেন। উম্মু ওয়ারাকা আল-আনসারীয়্যাহ (রা) নাম্নী একজন মহিলা সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (সা) শাহীদা তথা শহীদ নামে আখ্যায়িত করে যান। 'উমার (রা)-এর খিলাফতকালে উম্মু ওয়ারাকার (রা) একজন দাস ও একজন দাসী তাঁকে গোপনে হত্যা করে পালিয়ে যায়। 'উমার (রা) তাদেরকে শূলীতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এটাই ছিলো এইভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করণের প্রথম ঘটনা।

৩৭। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ার যাকাত আদায় করেন।

৩৮। তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম কাযী। আবূ বাকর (রা) তাঁকে কাযী হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি বলেন, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। বিচার ফায়সালার কাজটি আপনিই করুন।

৩৯। মাসজিদে নাবাবী সম্প্রসারণের পর তিনিই প্রথম মেঝেতে পাথরকুঁচি বিছিয়ে দেন। তাই মুসল্লীরা সিজদাহ থেকে উঠে কপালে ও হাতে লেগে থাকা পাথরকুঁচি ঝেড়ে ফেলতেন।

৪০। আরব জাতির জন্য (ধর্মনির্বিশেষে) দাসত্ব রহিত করণ।

৪১। নি:স্ব খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ।

৪২। সব শ্রেণির দাসদের জন্য তাদের স্ব-উপার্জিত অর্থবিত্তের বিনিময়ে স্বাধীন হবার ব্যবস্থা করণ।

৪৩। মাসজিদসমূহে ও'য়াজের ব্যবস্থা করা। খলীফা 'উমারের (রা) নির্দেশে তামীম আদ-দারী (রা) সর্বপ্রথম মাদীনার মাসজিদে ও'য়াজ করেন। ইসলামে এটাই ছিলো প্রথম ও'য়াজ। এছাড়া বিভিন্ন সময় যেসব জরুরী আদেশ, উপদেশ বা ব্যবস্থার ঘোষণা জারি করা হয়, তাকে 'খুতবা' বা বক্তৃতা-ভাষণ বলা হয়।

৪৪। ইমাম ও মুয়াযযীনদের বেতন ধার্য করণ।

৪৫। মাসজিদসমূহে রাত্রিকালে আলোর ব্যবস্থা করা।

৪৬। নিন্দাসূচক কবিতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী এবং নিন্দাবাদী কবিদের শাস্তি দান।

৪৭। প্রশংসাসূচক, নিন্দাসূচক এবং ভাবাবেগের কবিতায় নারীদের নাম প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ।

৪৮। মুসলিম নারীদের অমুসলিম নারীদের সামনে পর্দার বিধান চালু করা।

৪৯। একটি বর্ণনা মতে, 'আরবি 'নাহূ' তথা ব্যাকরণের উদ্ভাবনকারীও 'উমার (রা)। ■

মাসিক পৃথিবী

(ইসলামী গবেষণা পত্রিকা)

নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইসলামে রাষ্ট্রের অবস্থান

ইমাম হাসান আল বান্না ইসলামের ব্যাপকতা বর্ণনায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যেমনিভাবে ইসলাম 'আকিদা ও 'ইবাদত, তেমনিভাবে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও ভূখণ্ড।" এই বাস্তবতাটির ঘোষণা এবং এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ ইসলামের প্রথম যুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইমাম বান্না তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ও আলোচনায় রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের ওপর গুরুত্ব দিতেন।

মুসলিমদের ভূখণ্ড জবরদখলকারী ঔপনিবেশিকরা অনেক মুসলিমের চিন্তায় এই বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে যে, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম; রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই'। তাদের চিন্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'ধর্ম মানেই পশ্চিমা চিন্তাধারার ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রকে মানুষ স্বীয় বিচারবুদ্ধির নিরিখে সদা পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং নিজ নিজ দক্ষতার আলোকে সাজিয়ে নেবে।'

পশ্চিমে খ্রিষ্টবাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, প্রাচ্যে ইসলামের সাথে ঔপনিবেশিকরা একই আচরণ করতে চেয়েছে। ঔপনিবেশিকদের মতে-'পশ্চিমে ধর্মের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো বিপ্লব পূর্ণতা পায়নি। সুতরাং, প্রাচ্য তথা আরব কিংবা মুসলিম বিশ্বে বিপ্লব করতে চাইলে, অবশ্যই তা ধর্মের বিরুদ্ধেই করতে হবে।' অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো- পশ্চিমে ধর্ম মানে গির্জা ও পাদরির একচ্ছত্র ক্ষমতা; মানুষের অনুভূতি ও হৃদয়ের ওপর পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতা। আমাদের দ্বীন ইসলামে এর সুযোগ কোথায়! ইসলামে কোনো পোপ-পাদরি বা পুরোহিত নেই। নেই কোনো ধর্মীয় যাজকতন্ত্র। সুযোগ নেই হৃদয়-মনের সাথে কোনো স্বেচ্ছাচারিতারও।[১]

ঔপনিবেশিকরা মুসলিমদের মাঝে এমন একটি পক্ষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যারা মনে করে, 'রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে দীনের কোনো ভূমিকা নেই। আর দ্বীন ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি ব্যাপার।' তারা বলে, 'এটি ইসলামের ক্ষেত্রেও সত্য, যেমনি সত্য খ্রিষ্টবাদের ক্ষেত্রেও।' ঔপনিবেশিকরা একটি প্রবাদের বহুল প্রচলন

---

১. দেখুন, ড. মুহাম্মাদ বাহির আল ফিকরুল ইসলামি আল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল ইসতিমার আল গারবি বইয়ের 'দ্বীনুন লা দাওলাহ' অধ্যায়।

ঘটিয়েছে। সেই প্রবাদটি হলো, الدين لله والوطن للجميع "দ্বীন আল্লাহর, রাষ্ট্র সবার'। কথাটি সত্য বটে, কিন্তু এই কথার প্রচলন ও প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য খারাপ।

উপনিবেশিকরা 'দ্বীন আল্লাহর' কথাটার মধ্যে দ্বীনের অর্থ করেছে, 'বান্দর ব্যক্তিসত্তার সাথে আল্লাহর একান্ত সম্পর্ককে'। অর্থাৎ, দ্বীনের অবস্থান কেবল ব্যক্তিগত জীবনে; এর বাইরে রাষ্ট্র বা সমাজের অঙ্গনে দ্বীনের কোনো অবস্থান নেই। এ চিন্তাধারার জলন্ত উদাহরণ হলো, কামাল আতাতুর্ক সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কি রাষ্ট্র। নিপীড়ন, জুলুম, রক্তবন্যা আর অস্ত্রের মুখে তুর্কি মুসলিমদের ওপর এই ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে টিকে থাকা ইসলামের সর্বশেষ রাজনৈতিক দুর্গ উসমানি খিলাফত ভেঙে পড়ার পর মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরপর বেশ কিছু মুসলিম সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক তুরস্ককে অনুসরণ করতে শুরু করে। তারা ফৌজদারি ও নাগরিক আইন ইত্যাদি থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেয়। ইসলামকে সীমাবদ্ধ করা হয় শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে। আসলে এর মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়াদি থেকে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অনুপ্রবেশের জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

আরবের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতারা আতাতুর্কের কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ ও পছন্দ করে। আর পছন্দ করার এই বিষয়টাকে তারা গোপন করার প্রয়োজনও বোধ করে না। এমনকি তৎকালীন মিশরের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেন, "আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় কামাল আতাতুর্কের পদক্ষেপ আমি পছন্দ করছি।" ইমাম হাসান আল বান্না তার কথার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন।

মুসলিমদের ভূখণ্ড জবরদখলকারী ঔপনিবেশিকরা অনেক মুসলিমের চিন্তায় এই বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে যে, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম; রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই'। তাদের চিন্তায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'ধর্ম মানেই পশ্চিমা চিন্তাধারার ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রকে মানুষ স্বীয় বিচারবুদ্ধির নিরিখে সদা পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং নিজ নিজ দক্ষতার আলোকে সাজিয়ে নেবে।'

পশ্চিমাদের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো দৃশ্যমান বিজয় হলো, তাদের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা শুধু আধুনিক নাগরিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আগাগোড়া ইসলামি ধারায় পড়াশোনা করা কিছু লোকও তাদের চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি আল আযহারের মতো প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কতিপয় ব্যক্তিও তাদের সাথে একাত্ম হয়েছে! আলী আবদুর রাজ্জাক লিখিত আল ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকুম (ইসলাম ও শাসনব্যবস্থা) বইটি তার প্রমাণ।

উল্লেখ্য, আলী আবদুর রাজ্জাকের বইটি প্রকাশের পর জনসাধারণের মাঝে এবং বিশেষ করে আল আযহারের ভেতরে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। আল আযহার শীর্ষ আলিমদের নিয়ে তার জন্য সালিশি বৈঠক ডাকে। সেখানে তাকে আলিমদের অঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত ঘোষণা করা হয়। আবদুর রাজ্জাকের বইটির বিরুদ্ধে আল আযহার এবং আল আযহারের বাইরের আলিমরাও মজবুতভাবে কলম ধরেন।[২]

এসব কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকদের মোকাবিলায় ইসলামের ব্যাপকতা তুলে ধরা অধিক গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি শিক্ষা ও বিধিবিধানে ইসলামের জীবন্ত দিকগুলো স্পষ্ট করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন- রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি এবং শাসনব্যবস্থার শিষ্টাচার। এই বাস্তবতায় এটি ঘোষণা করা ওয়াজিব হয়ে পড়ল যে, 'রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে ইসলাম থেকে আলাদা করা যায় না।'

ইসলামি জ্ঞানের উৎস থেকে দলিল

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো কোনো ইসলামি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা নেতাকর্মীদের উদ্ভাবিত কথা নয়। ইসলামি জ্ঞানের মৌলিক উৎসে এর জোরালো বয়ান এসেছে। ইসলামের ইতিহাস এবং যুগে যুগে দাওয়াতি কার্যক্রমে রয়েছে তার অজস্র দলিল-প্রমাণ। ইসলামি জ্ঞানের উৎসের অগণিত দলিল থেকে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই এর জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا–يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ

২. আবদুর রাজ্জাকের এই ভ্রষ্টতা প্রত্যাখ্যান করে যারা লিখেছেন, তাদের মধ্যে সাবেক শাইখুল আজহার মুহাম্মাদ খিযির হুসাইনও আছেন। তাঁর বইটির নাম- নাকদু কিতাবিল ইসলাম ওয়া উসুলিল হুকুম।

فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ হকদারদের কাছে পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন তা ন্যায়পরায়ণতার সাথেই করবে। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো, নির্দেশ মান্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা (শাসন ও বিচারের) দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো...।" (সূরা নিসা: ৫৮-৫৯)

প্রথম আয়াতে রাষ্ট্রের প্রশাসক ও বিচারকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তারা যেন আমানত রক্ষা করে এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে। আমানত ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি উম্মাহকে ধ্বংস করে দেয় এবং দেশকে চরম ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সহিহ হাদিসে এসেছে,

إذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ قالَ: كيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

"নাবী সা. বলেন, 'যখন আমানতদারিতা উঠে যাবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে।' সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন- 'কীভাবে আমানত হারিয়ে যায়?' রাসূল সা. বললেন-'যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো'।"[৩] (বুখারি: ৫৯)

দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তারা যেন দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য করে। শর্ত হলো, এই দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের মধ্য থেকে হবেন। এই আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরে আনা হয়েছে। মতবিরোধকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মানদণ্ড ধরতে বলা হয়েছে। এসব কিছুর চূড়ান্ত দাবি হচ্ছে, মুসলিমদের নিজেদের রাষ্ট্র থাকবে। সবাই এই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে। যদি রাষ্ট্রই না থাকে, তাহলে ওপরের আদেশগুলো দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক।

এই আয়াত দুটোর বিস্তারিত তাফসির পাওয়া যাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (শাসক ও শাসিতের কল্যাণে শর'ঈ রাজনীতি) শিরোনামীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। পুরো বইটি এই দুই আয়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

৩. ইমাম বুখারি কিতাবুল ইলম-এ হাদিসটি সংকলন করেছেন; হাদিস নং : ৫৯; আল ফাতহ : ১৪১/১; রাবি: আবু হুরায়রা রা.; তিনি কিতাবুর রিকাক-এ হাদিসটি পুনরায় উল্লেখ করেন।

এরপর সুন্নাহর দলিলের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। রাসূল সা. বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . "কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার গলায় বাই'আত নেই, সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করেছে।"[৪]

ইসলামের বিধান লঙ্ঘনকারী কোনো ব্যক্তির হাতে তো একজন মুসলিম কোনোভাবেই বাই'আত গ্রহণ করতে পারে না। এটা হারাম। যে বাই'আত আমাদের মুক্তি দেবে তা হলো, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালাকারীর হাতে বাই'আত। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বাই'আতের পরিবেশ অনুপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ প্রত্যেক মুসলিম অবিশ্রান্তভাবে গুনাহর ভাগিদার হতে থাকবে। কাঙ্ক্ষিত বাই'আত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কেবল দুটি কাজই এ গুনাহ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। যথা:

এক. ইসলামি শরি'আতবিরোধী সকল কায়েমি ব্যবস্থার বিরোধিতা করা-অক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্তত মনে মনে হলেও।

দুই. সুদৃঢ়ভাবে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বদা সক্রিয় থাকা, যেন এই সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরে আসে।

খিলাফত, ইমারত, বিচার, ইমাম (শাসক-নেতা), ইমামের গুণাবলি, নাগরিকদের ওপর তার অধিকার, কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা, দায়িত্বশীলের জন্য উপদেশ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় আমীরের আনুগত্য, দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে অগণিত দলিল। মানুষের অধিকার সংরক্ষণে শাসকের দায়িত্বসমূহ, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ, সুস্থ-সবল ও শক্তিমানদের তত্ত্বাবধান, অসুস্থদের সেবা, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, বিচারিক আইন, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিধি সম্পর্কে এসেছে অজস্র হাদিস।

আমরা ইমামত ও খিলাফতসংক্রান্ত বিষয়গুলো ইসলামি আকিদা ও উসুলুদ দ্বীনের কিতাবে দেখতে পাই। ফিকহের কিতাবেও এর বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংবিধান, প্রশাসন, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে আলাদা আলাদা বিশেষায়িত অসংখ্য কিতাবাদি পাওয়া যায়। যেমন- আল মাওয়ারদির আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালার আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, ইমামুল হারাইমাইনের আল গিয়াসি, ইবনে তাইমিয়ার সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে জামায়াহর তাহরিরুল আহকাম, ইমাম আবু ইউসুফের আল-খারাজ, ইয়াহইয়া ইবনে আদমের আল-খারাজ, আবু উবাইদের আল-আমওয়াল, ইবনে যানজুয়াহর আল-আমওয়াল- এরকম আরও অজস্র বইপুস্তক। এর সবগুলোই রচিত হয়েছে প্রশাসক ও বিচারকদের দায়িত্বের ধরন, প্রকৃতি, বিচারিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে।

---

৪. ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে কিতাবুল ইমারা-য় হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিস নং: ১৮৫১

ইসলামের ইতিহাস থেকে দলিল

ইসলামের ইতিহাস জানাচ্ছে, ঐশী হিদায়াতের ধারক এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সা. তাঁর শক্তি, চিন্তা ও সামর্থ্যের বড়ো অংশ বিনিয়োগ করেছেন, যা হবে দাওয়াতের ভূখণ্ড এবং তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের একান্ত জায়গা। যে রাষ্ট্রে শরি'আহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। এজন্য রাসূল সা. বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছেন। রাসূল সা. চেয়েছেন, তারা ঈমান আনুক এবং তাকে ও তাঁর দাওয়াহকে সুরক্ষা দিক। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা আউস ও খাযরাজদের কবুল করেন। তার মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

আউস ও খাযরাজদের ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী হজের মৌসুমে রাসূল সা. এর কাছে আগমন করেন এবং বাই'আত গ্রহণ করেন। সেইসাথে তারা অঙ্গীকার করেন, তারা নিজেদের এবং নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের যেভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন, ঠিক তেমনি আল্লাহর রাসুলকেও নিরাপত্তা প্রদান করবেন। এরপর আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা শ্রবণ, আনুগত্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধার ওপর বাই'আত গ্রহণ করলেন।

রাসূল সা. এর মদিনায় হিজরত একটি অনন্য ইসলামি সমাজ গড়ার প্রয়োজনেই হয়েছিল, যে সমাজের ওপর গড়ে উঠবে একটি অনুপম রাষ্ট্র। মদিনা ছিল একটি দারুল ইসলাম, একটি নতুন ধারার রাষ্ট্রের নমুনা, যার রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূল সা.। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম ও নেতা, ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহর রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্রে যোগদান করা, রাসূল সা. এর শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে কাজ করা, সে রাষ্ট্রের ছায়ায় জীবনযাপন করা, সে রাষ্ট্রের সেনাপতিদের অধীনে জিহাদ করা সে সময়ের সব ঈমানদারের ওপর ছিল ফরজ। ইসলামের শত্রুদের ও কুফরের ভূমি থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা, সারা দুনিয়া থেকে মুমিন মুজাহিদদের দলে যোগদান করা এবং তাদের মতো চরিত্রকে ধারণ করা ছাড়া দ্বীনে পূর্ণতা আসত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا...

"যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের (মুসলিমদের) নেই।" (সূরা আনফাল : ৭২)

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ...

"আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (সূরা নিসা: ৮৯)[৫]

৫. মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে এমন মুসলিম জামায়াতের সাথে যুক্ত থাকা- সকল মুসলিমের ওপর তার সাধ্যের আলোকে ফরজ।

কিছু মুসলিম স্বেচ্ছায় দারুল হারব ও দারুল কুফরে বসবাস করছিল এবং এর ফলে তারা দ্বীনের নির্দেশনা, একান্ত করণীয় বিষয়াদি এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো স্বাচ্ছন্দে ও যথাযথভাবে পালন করতে পারছিল না। আল্লাহ তা'আলা সেসকল মুসলিমদের কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَة ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَة فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا–اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَة وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا– فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের প্রাণ কবজ করার সময় ফেরেশতাগণ বলেন, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' প্রত্যুত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন, 'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস। তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন। কারণ, আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা: ৯৭-৯৯)

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম সর্বপ্রথম নিজেদের নেতৃত্ব নির্ধারণে ব্যস্ত হয়েছেন। এ কাজটা সাহাবাগণ রাসূল সা. এর দাফনের পূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম যথাসম্ভব দ্রুত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হাতে বাই'আত নেন এবং তাঁর

> ঐশী হিদা'আতের ধারক এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সা. তাঁর শক্তি, চিন্তা ও সামর্থ্যের বড়ো অংশ বিনিয়োগ করেছেন, যা হবে দাওয়াতের ভূখণ্ড এবং তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের একান্ত জায়গা। যে রাষ্ট্রে শরি'আহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারও কর্তৃত্ব থাকবে না। এজন্য রাসূল সা. বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছেন। রাসূল সা. চেয়েছেন, তারা ঈমান আনুক এবং তাকে ও তাঁর দাওয়াহকে সুরক্ষা দিক। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা আউস ও খাযরাজদের কবুল করেন। তার মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

কাছে সকল দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এরপর প্রত্যেক যুগেই একই পরিস্থিতিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাহাবি ও তাবিয়িগণের ঐতিহাসিক এই ইজমাকে পরবর্তী আলিমগণ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতীক এবং ইমামের হাতে বাই'আত গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন।

বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা দৃশ্যপটে আসার পূর্বে মুসলিমরা কখনও নিজেদের দ্বীন ও রাষ্ট্রকে আলাদাভাবে দেখেনি। সাম্প্রতিককালে দ্বীন ও রাষ্ট্রকে আলাদা করার প্রবণতা সম্পর্কে রাসূল সা. পূর্বেই আমাদের সতর্ক করেছেন এবং এই প্রবণতার বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ، وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ، مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

"আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, 'সাবধান! ইসলামের চাকা একটি বৃত্তে ঘুরছে। সুতরাং তোমরা ইসলামের সাথে ঘুরতে থাকো। সাবধান! কুরআন ও শাসন অচিরেই আলাদা হয়ে যাবে (অর্থাৎ, দ্বীন ও রাষ্ট্র)। সুতরাং তোমরা কিতাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই তোমাদের মাঝে কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদের জন্য যা ফয়সালা করবে, তোমাদের জন্য তা করবে না। যদি তোমরা তাদের অবাধ্য হও, তারা তোমাদের হত্যা করবে। আর যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের পথভ্রষ্ট করবে।' সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তখন আমরা কী করব?' রাসূল সা. বললেন, 'ঠিক ঈসা ইবনে মারইয়ামের অনুসারীরা যা করেছে, তোমরা তা-ই করবে। তাদের করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, শুলে চড়ানো হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে মৃত্যু, আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে বাঁচার চেয়ে উত্তম'।"[৬] (চলবে)

- লেখাটি- তারিক মাহমুদ অনূদিত, প্রচ্ছদ প্রকাশন প্রকাশিত ড. ইউসুফ আল কারযাভীর 'ইসলামের ব্যাপকতা' বই থেকে সংগৃহীত।

---

৬. ইসহাক ইবনে রাহুওয়াইহ তাঁর মুসনাদে হাদিসটি সুয়াইদ ইবনে আবদুল আযিয থেকে বর্ণনা করেছেন; আর তা জয়িফ। আহমাদ ইবনে মুনি হাদিসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল বুসিরি তাঁর 'আল ইতহাফ'-এ এমনটিই বলেছেন। দেখুন, ইবনে হাজারের আল মাতালিবুল আলিয়াহ, তাহকিক শাইখ হাবিবুর রহমান আল আযমি, কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংস্করণ: ৪৪০৮/৪। তাবারানিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অবশ্য সে সূত্রে রাবি ইয়াযিদ ইবনে মারসাদ মুয়াজ রা. থেকে শোনেননি। ইবনে হিব্বান সহ অনেকেই তাকে সিকাহ বলেছেন এবং একদল হাদিসবিশারদ তাকে জয়িফ বলেছেন। এ সনদে অন্যান্য সকল রাবিগণ সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। দেখুন, আল হাইসামির 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ': ২৩৮/৫

দুর্নীতি, কারণ ও প্রতিকার

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

দুর্নীতি

রাজনীতিবিদ, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্মচারীসহ সার্বিক পেশার মধ্যে দুর্নীতির এত সামাজিকীকরণ হয়েছে যে কোথাও কোথাও দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে আর চেনা যায়না। দুর্নীতিকে চিহ্নিত করাতো দূরের কথা, বরং দুর্নীতিকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুর্নীতির উন্নতির এ খরস্রোতকে যারা রুখে দিতে জিহাদের ডাক ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই এখন দুর্নীতির বড় বড় দিকপাল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন; অনেকে প্রতিষ্ঠার পথে আছেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে দেশে নতুন করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে।

দেশের দুর্নীতির এই হালফিল, লড়াইকারীদেরকে একসময় হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে আর কখনো কখনো নিজেরাই দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম স্থান পেয়ে যান। দুর্নীতির সামাজিকীকরণের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার থাকে না। লড়াইকারীদের এই করুণ পরিণতির জন্য জাতীয়ভাবে দুর্নীতির সামাজিকীকরণ যেমন দায়ী, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দুর্নীতির অবাধ কদর কম দায়ী নয়।

বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। আর বিশ্বের দুই মোড়ল দেশগুলোতেও সেই বিচার ব্যবস্থা কী ভয়াবহ দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন তা সহজেই অনুমেয়। আর আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থাও যে বিতর্কের উর্ধ্বে নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ খুব কঠিন নয়।

দুর্নীতি সকল ধরণের উন্নয়নের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশ, ঐতিহ্য, স্থায়িত্ব এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতির নগদ ফলাফল। নির্বাচনী এবং নীতি ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের দুর্নীতি জবাবদিহিতার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে এবং পক্ষপাতমূলক অসংখ্য দুর্নীতি সহায়ক নীতির জন্ম দেয়। বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি আইনের শাসনকে পণ্যে পরিণত করে। ন্যায়বিচার উচ্ছেদ হয়। নীরবে নিভৃতে কাঁদে নির্যাতিত মানবতা আর অত্যাচারী হাসে অট্টহাসি। জন প্রশাসনে (Public administration) দুর্নীতি মানুষের বর্ণনাতীত হয়রানি বৃদ্ধি করে, মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। সরকারের বিধিসমূহ সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত নতুন অলিখিত বিধি চালু হয়। সার্বিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে এবং দেশের সম্পদ পাচারে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সুযোগ সৃষ্টি করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতিবাজদের অর্থের পাহাড় নিজ

দেশে না হয়ে ভিন্ন দেশে এই জন্যই হয় যে, পাচারকৃত সম্পদ যেন নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে। কেউ যেন ভাগ না বসায়। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারের ফলে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবসায়িক পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যেমন ঘটে, তেমনি সরকারী পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে বৈধ সরকারও অবৈধ সরকারে পরিণত হয়ে যায় ।

দুর্নীতির নানারূপ

মানুষের জীবনেই নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন জড়িত। কোন পশু, পাখী বা জলজ প্রাণীর মধ্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। দুর্নীতির প্রশ্নে মানুষই একমাত্র কেন্দ্রিয় চরিত্র। মানুষ নৈতিক সত্তার (ভাল-মন্দ বিচারের বোধসম্পন্ন সত্তা) অধিকারী হওয়ার কারণেই আবহমান কাল হতে নীতি-দুর্নীতির সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব বা প্রাণীর সত্তা শুধুমাত্র জৈবিক। জৈবিক তাড়নাই তার একমাত্র চালিকা শক্তি। অন্যদিকে নৈতিক তাড়নাই মানুষের মূল চালিকা শক্তি। তাই একমাত্র মানুষকেই পৃথিবীর সবদেশে নীতি-দুর্নীতির মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নীতি ও দুর্নীতির পরিচয় কী? রূপ কী?

নীতির পরিচয় বলতে সৎনীতি বা উৎকৃষ্ট নীতি বা সত্যনিষ্ঠ, নির্ভুল বা পূর্ণাঙ্গ ক্রটিমুক্ত ও কল্যাণকর নীতিকেই বুঝায়। বলা বাহুল্য মানুষের পক্ষে ক্রটিমুক্ত নীতি রচনা করা সম্ভবপর হয়না।

অন্যদিকে দুর্নীতির পরিচয় হচ্ছে ঃ

১। ক্ষমতার অপব্যবহার : ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাকে ব্যবহার করা। ব্যক্তির অসততা এর উৎস হলেও এ পর্যায়ের দুর্নীতি, প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

২। আর্থিক সুবিধা লাভ : ব্যক্তিগত অসততা, অসাধুতা বা পাপাচারের মাধ্যমে কোন সুবিধা ভোগ করা বা অর্জন করা বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়া। এ পর্যায়ের দুর্নীতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ব্যক্তির সততা-অসততা এ পর্যায়ের দুর্নীতির জন্য দায়ী। ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এখানে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

৩। জাল করা : যে কোন দলিল বা ডকুমেন্ট জাল করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা। এ পর্যায়ের দুর্নীতি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অসাধুতার ফসল।

৪। দুর্নীতিগ্রস্ত করা : ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দুর্নীতিগ্রস্ত করা বা কোন ব্যক্তিকে দুর্নীতি পরায়ণ হতে বাধ্য করা। এ পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক।

৫। দ্ব্যর্থবোধকতার মাধ্যমে দুর্নীতি : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় ক্ষমতা অর্জনের স্বার্থে যে কোন দলিল-প্রমাণাদি, আইন বা বিধির মধ্যে ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থে বিকৃতি ঘটানো। এ পর্যায়ের দুর্নীতি একটি দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট জুড়ে সাধিত হয়। ব্যক্তির অসাধু প্রবণতা এবং

মেধার অক্ষমতা এ ধরণের দুর্নীতির উৎস। বিষয়টি স্পষ্ট হবে দুর্নীতি বিষয়ক নিম্নলিখিত মতামত হতে :

In some countries, government officials have broad or not well defined power, and the line between what is legal and illegal can be difficult to draw. What constitutes illegal corruption differs depending on the country or jurisdiction. Certain political funding practices that are legal in one place may be illegal in another. -Wikipedia, the free encyclopedia.

দুর্নীতির পরিচয়ের বিশ্লেষণ হতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

১। একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

২। ভালমন্দ বিচার বোধের সীমাবদ্ধতা বা অক্ষমতা, ব্যক্তিগত অসৎ প্রবণতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ব্যবহার সংক্রান্ত দ্ব্যর্থবোধকতা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস।

ব্যক্তিগত স্বার্থ বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় উপায়ে ব্যক্তিগত আর্থিক উপযোগিতা বা ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিকেই বুঝায়। বহুল ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়গুলোকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যায় :

প্রত্যক্ষ উপায় :

১। ঘুষ লেনদেন।

২। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণ।

৩। চাঁদাবাজি করা।

৪। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ করা।

৫। প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনায় অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা। ইংরেজীতে একে robbery বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬। অবৈধ সুবিধা বা ব্যবসার অবৈধ মুনাফা অর্জনের প্রেক্ষিতে কমিশন লেনদেন।

পরোক্ষ উপায় :

১। Nepotism বা স্বজনপ্রীতি।

২। Cronyism বা ঘনিষ্ঠজনপ্রীতি।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে উপায়েই হোক না কেন দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আরও নানাবিধ কারণ। তার কিছু তুলে ধরছি–

১। সরকারের জবাবদিহিতার বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব এবং সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে দ্ব্যর্থবোধকতার সুযোগ।

২। বৈধ তথ্যের অবাধ প্রবাহের স্বাধীনতার অভাব।

৩। মিডিয়ার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা প্রদান।

৪। হিসাব পদ্ধতির অপপ্রয়োগ।

৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় 'সময়ের একফোঁড় অসময়ের দশফোঁড়' নীতির অনুসরণ না করা।

৬। বিশেষ করে সরকারী সকল পর্যায়ে দুর্নীতির Whistle blowers-দের নিরাপত্তা প্রদানের অভাব।

৭। Benchmarking এর অভাব।

৮। নিম্নমানের বেতন কাঠামো।

৯। সার্বিকভাবে সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাবে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। Justice is a hygiene factor of the society-অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা না গেলে দুর্নীতি সমাজকে অসুস্থ করবেই।

১০। দুর্নীতিগ্রস্ত জনবল দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, লড়াইয়ের নামে প্রহসন করা মাত্র।

দুর্নীতির প্রতিকার

দুর্নীতির প্রতিকারে করণীয়-

প্রথমতঃ Code of ethics

যার যা নেই তা সে দিতে পারে না কখনো। চাঁদের নেই সূর্যের প্রখরতা এবং সূর্যের নেই চাঁদের স্নিগ্ধতা। একজন পুরুষ যতই সুপুরুষ হোন না কেন গর্ভধারণ করতে পারেন না কখনো।

দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে পৃথিবীর কোনো জীবনব্যবস্থাই সফল হতে পারেনি যেমন পেরেছে ইসলাম। তাই আন্তরিকভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে যাঁরা লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামের code of ethics-কে এড়িয়ে অন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক না কেন সাময়িক সফলতা পাওয়া যাবে। মূলোচ্ছেদ হবে না কখনোই। কারণ ইসলাম ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার কোন শক্তি নেই।

ইসলামে অর্থনীতির জন্য, রাজনীতির জন্য, ব্যবসার জন্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই রয়েছে– code of ethics। আর এজন্যই Islam is a complete code of life. এসব code of ethics-কে যত্ন করে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়তঃ মানবিক পদ্ধতি

মানব প্রকৃতির মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মদ পানের মজ্জাগত অভ্যাসকে চিরতরে নির্মূল করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, দুর্নীতি নির্মূলেও সে পদ্ধতির প্রয়োগ করা অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে সব চেয়ে বেশি মানবিক। আর মানুষের জন্য

মানবিক পদ্ধতি ব্যবহার করাই সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক। আল্লাহ তা'আলা প্রাথমিক পর্যায়ে মদের ভেতর ভালর চেয়ে মন্দের হার অনেক বেশি এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক" (সূরা আল বাকারা : ২১৯)।

দুর্নীতির মধ্যেও রয়েছে ভাল দিক বা ব্যক্তি স্বার্থের দিক। কিন্তু খারাপ দিকটি, ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাল দিকের চেয়ে বেশি। সুতরাং দুর্নীতি সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য । এ বিষয়টি সমগ্র জাতির নিকট বিভিন্ন সেমিনার, টক শো ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে তীব্র ঘৃণাবোধ জাগ্রত করা দরকার।

পরবর্তী পর্যায়ে সালাতে মদাসক্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান হতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন, "হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (আন্ নিসা : ৪৩)। ফলে সালাতের প্রতি আন্তরিক হবার কারণে প্রকৃত মুমিনদের মধ্যে মদের প্রতি আসক্তি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। একইভাবে দুর্নীতি পরায়ণদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে স্বভাবতঃই তা দুর্নীতির প্রতি আসক্তি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা মদ সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মতামত জানালেন এভাবে, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া ... ... শয়তানী কার্য। সুতরাং তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার" (সূরা আল মায়িদা : ৯০)। একইভাবে দুর্নীতি অবশ্যই শয়তানী কার্য। সুতরাং তা বর্জনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলছেন : "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয় (আন্ নূর : ২১)। আর এ কথাতো বলা বাহুল্য যে, দুর্নীতি মন্দ কার্যের অন্যতম ।

যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশদাতা শয়তান। "আর নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরা ইউসুফ : ৫)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (সূরা আল বাকারা : ১৬৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (আল বাকারা : ২০৮)।

যেহেতু দুর্নীতি একটি মহাপাপ এবং শয়তান কর্তৃক নির্দেশিত মন্দ কার্য সুতরাং তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাজ্য। বস্তুতঃ স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরিত্যাগ করাই যুক্তি, বিবেক এবং ঈমানের দাবী। এরপরও কেউ যদি স্বেচ্ছায় দুর্নীতি পরায়ণ হয় তবে তার উপর আরোপিত শাস্তি ন্যায়সংগতই হয়। কিন্তু উদ্ধৃত আয়াতগুলোর র্মম বিবেচনা এবং জাতীয়ভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেয়। আমরা কি শয়তানকে শত্রু

হিসেবে বিবেচনা করি? মানুষ যখন শয়তানের পদাংক বা শয়তানের নির্দেশ অনুসরণ করতে শুরু করে, মানুষের পাপ শুরু হয় সেখান থেকে। আমরা কি শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের উদ্বুদ্ধ না হওয়ার মত পরিবেশ দিতে পেরেছি? আসমান থেকে পাঠানো বাণী- 'যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশদাতা শয়তান'- আমরা কি বিশ্বাস করি? আমাদের জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নগুলোর জবাব ইতিবাচক নয়। বর্ণিত বিশ্বাসের প্রতিফলন আমাদের জাতীয় জীবনে নেই বললেই চলে। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা আমাদের নেই। ফলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে, যুগ যুগ ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কোন সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত এ সংগ্রাম সফল হবার নয়। বিশ্বের কোনো পরাশক্তিও সফল হতে পারেনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল কর্মকণ্ড পরিশেষে আস্ফালনে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ জাতীয় কমিটি

দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেন এমন আলিম, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবি সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থার একটি 'গবেষণা ও উন্নয়ন বা 'Research and Development' সেল থাকা প্রয়োজন ।

জাতীয় কমিটি উক্ত 'গবেষণা ও উন্নয়ন বা 'Research and Development' সেলে কাজ করবেন। প্রথমতঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোয় ইসলামের code of ethics-এর আলোকে বর্তমানে প্রচলিত বিধি নতুন করে কিভাবে ঢেলে সাজানো যায়, দ্বিতীয়তঃ 'ক্ষমতা ব্যবহার সংক্রান্ত' বিধিসমূহের দ্ব্যর্থবোধকতা কিভাবে দূরীকরণ করা যায়, এছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিভাবে ইসলামের code of ethics-গুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যায় তার একটি কর্মপন্থা বের করার লক্ষ্যে জাতীয় কমিটি নিরলস কাজ করবেন। জাতীয় কমিটি, শয়তানকে শত্রু বিবেচনায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

শেষ কথা

বর্ণিত জাতীয় কমিটির এই কার্যক্রম এভাবে অব্যাহত থাকলে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত হবে আশা করা যায়। আর দুর্নীতির শয়তানী গ্রাস থেকে দেশ মুক্ত হয়ে এক সমৃদ্ধশালী এবং সফল বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এটা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের কাম্য। পরিশেষে গণচীনের নেতা দেং-শিয়াও-পিং এর একটি মূল্যবান বাণী– "বিড়াল সাদা বা কালো সেটা বড় কথা নয়, বিড়াল ইদুর মারে কিনা সেটাই বড় কথা।" স্মরণ করিয়ে বলতে চাই, ইসলামের code of ethics-এর ব্যাপারে কারো ভালো লাগা না লাগায় কিছু আসে যায় না, কারণ দুর্নীতির ইদুর দমনে ইসলামের code of ethics-এর কোন বিকল্প নেই। ■

ইসলামে ইয়াতিমের অধিকার

সৈয়দ মাসুদ মোস্তফা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও শ্বাসত জীবন বিধান। এ জীবন বিধান সকল শ্রেণি, পেশা ও গোত্রের মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। সমাজে অবহেলিত, অসহায় ও অধিকার বঞ্চিত ইয়াতিমদেরকেও ইসলাম অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং ইয়াতিমদের প্রতি সর্বোচ্চ সদাচারণের নির্দেশ প্রদান করেছে। আবরী অভিধানে ইয়াতিম শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, এতিম বা অনাথ[১]। বাংলা অভিধানে এতিম শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, মাতাপিতাহীন, অনাথ, অসহায়, নিরাশ্রয়[২]। আমাদের সমাজে সাধারণত এতিম বলা হয়-যার বাবা-মা, বা যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক, অনুপযুক্ত ছেলে বা মেয়েকে এতিম বলা হয়, যার পিতা জীবিত নন।

উপরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণে একথা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতিমরা সমাজের এমন এক অসহায় শ্রেণির অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা শিশু; অতি শৈশবেই যাদের পিতৃ বিয়োগ ঘটেছে এবং তারা সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির শিশু। একই সাথে তারা অনাথ ও আশ্রয়হীন। সর্বপরি তাদের অধিকাংশই তারা অন্যের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

একথা কারো অজনা নয় যে, বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পিতৃহীন তথা এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। এমনকি তাঁর বয়স যখন মাত্র ৬ বছর তখন তার মমতাময়ী মা আমিনাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি তাঁর দাদা ও চাচার তত্ত্বধানে বেড়ে উঠেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

'তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পেয়ে আশ্রয় দেননি'?[৩]

ইসলাম এতিমদের অধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, অধিকার লংঘন, সম্পদ অপহরণ ও অসদাচরণ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। একই সাথে এসব গর্হিত কর্মকাণ্ডকে গুনাহে কবীরা তথা কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রাসূল (সা)

---

১. আল মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পৃষ্ঠা-১১৯৩।
২. আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-২৩৮।
৩. সূরা-৯৩, আদ দোহা, আয়াত-৬।

ইয়াতিমের অধিকার, তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহের মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

'আর তোমার কাছে তারা জিজ্ঞেস করে, এতিম সংক্রান্ত বিধান। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের ওপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ।'[৪]

ইয়াতিমরা যেহেতু অসহায়, অন্যের অনুগ্রহ নির্ভর ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি সদয় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রত্যার্পণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَءَاتُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

'এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। মন্দ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটি বড়ই মন্দ কাজ।'[৫]

অনত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا .

'আর এতিমদেরকে যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে তা অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।'[৬]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা এতিমদের সাথে উত্তম ও সুন্দর আচরণ এবং

৪. সূরা-২, আল-বাকারাহ, আয়াত ২২০।
৫. সূরা-৪, আন নিসা, আয়াত-২।
৬. সূরা-৪, আন নিসা, আয়াত- ৬।

তাদের কাজকর্ম, অধিকার ও পাওনা সহজ ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন করে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে এতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণের বিধান ও পদ্ধতি, তাদের সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি ও সীমাবদ্ধতা এবং তাদের সম্পদ তাদের কাছে হস্তান্তরে প্রক্রিয়া ও সময়কাল অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে এবং সত্তরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৭]

প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কী? রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।'[৮]

ইয়াতিমের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা থেকে সতর্ক করে এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করার আবশ্যকতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

'আর তোমরা এতিমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৯]

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কেউ ইয়াতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে তাদের সাথে অশোভনীয় আচরণ বা জুলুম-অত্যাচার করতে পারবে না বরং তাদের সাথে সদাচারণ ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। ইয়াতিমের ব্যয় নির্বাহ ব্যতিত অযথা-অপাত্রে তার সম্পদ ব্যবহার এবং এক্ষেত্রে কোনপ্রকার অপচয় ভক্ষণ কিংবা কোনভাবে কুক্ষিগত করে রাখা যাবে না। অভিভাবকত্বের সুযোগে ইয়াতিমের উত্তম সম্পদের সঙ্গে নিজের অনুত্তম সম্পদ মিশিয়ে নেওয়া যাবে না। কোনভাবে তাকে ধোঁকা দেওয়া, প্রতারিত করা বা তার ক্ষতি হয় এমন কোনও কাজ করার কোন সুযোগ নেই। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠোর হুশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে

৭. সূরা-৪, আন নিসা, আয়াত, ১০।
৮. সহীহ আল বুখারী, হাদিস নং- ২৭৬৬।
৯. সূরা-১৭, বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩৪।

প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াতিম উপযুক্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পরও তার কাছে তার সম্পদ হস্তান্তর না করে ব্যবহার বা কোন প্রকার অনধিকার চর্চা, কিংবা তার সাথে কৃত অঙ্গিকার বা প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় ঘটানোরও কোন সুযোগ নেই। বরং এসব হারাম তথা নিষিদ্ধ। অথচ ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করণ, তাদের সাথে ধোঁকা, প্রতারণা ও অঙ্গিকার ভঙ্গসহ নানা রকম হারাম ও নিকৃষ্ট পাপকর্ম এতিমদের সাথে প্রতিনিয়ত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে ও জুলুমের শিকার হওয়ার ভয়ে এতিমরা মুখ খুলে বলতেও পারছে না, আবার তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝেও পাচ্ছে না। তাই এতিমদের বিষয়ে আমাদেরকে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। যাতে কোন ভাবেই তারা নিগ্রহের শিকার না হয়। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের জন্য ভয়াবহ পরিণাম অপেক্ষা করছে।

আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় দুর্বলের প্রতি কখনোই সদাচারণ ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা হয় না বরং তাদের সাথে সবসময় বৈরি আচরণ করা হয়। কিন্তু ইসলামে দুর্বলের প্রতি সদয়, ইনসাফ ও অনুকম্পা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আরও কিছু ঘৃণিত মন্দ কাজ হয়ে থাকে, বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা অসহায় এতিমদের পক্ষে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা না বলে ধনাঢ্য বা প্রভাবশালীদের পক্ষে অন্যায় ও নীতি বহির্ভূত কথা বলা, দুর্বল এতিমদের আড়চোখে দেখা, তিরস্কার করা, বিভিন্নভাবে হয়রানি করা এবং গলাধাক্কা দেওয়া হয়। মূলত, এগুলো অবিশ্বাসী তথা কাফেরদের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা এরূপ স্বভাবের লোকদের তিরস্কার করে ইরশাদ করেন,

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ –فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ –وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ.

'আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সে তো সেই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।'[১০]

আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ চরিত্র বর্ণনা করে আরও ইরশাদ করেন, 'এটা অমূলক; বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান কর না। ইসলাম যেভাবে ইয়াতিমের সাথে উত্তম আচরণ, ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক শিক্ষাদান ও উপযুক্ত বয়সে তার কাছে সম্পদ প্রত্যার্পণ, সকল প্রকার ক্ষতি ব্যতিরেকে সার্বিক কল্যাণসাধনের নির্দেশ দেয়। অনুরূপভবাবে ইয়াতিমের সাথে কঠোর ও রূঢ় আচরণ থেকেও কঠিনভাবে বারণ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

১০. সূরা-১০৭, আল মাউন, আয়াত- ১, ২ ও ৩।

সুতরাং আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।'[১১]

অনত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ .

'সৎকর্ম শুধু এ নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল, যে ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের ওপর, আর সম্পদের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও তা ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।'[১২]

বিশ্বনবী (স.) ইয়াতিম ছিলেন। ফলে পিতা-মাতার আদর, স্নেহ, মমতার শূন্যতা কতটা গভীর-তা তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবনচরিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি ইয়াতিমদের খুব ভালোবাসতেন, আদর মমতায় জড়িয়ে নিতেন। ইয়াতিমদের ভালবাসা ইসলামের বিধান ও বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের বিশ্বনবী (সা) এর আদর্শ ও সুন্নাহ। একবার ঈদের দিন সকালবেলা রাসুল (সা) ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, পুরো শরীর কাদায় মাখানো, এক ইয়াতিম শিশুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। রাসূল (সা) তাকে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা) কে বলেন, শিশুটিকে ভালভাবে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও। আয়েশা (রা) গোসল করানোর পর তিনি নিজ হাতে তাকে নতুন পোশাক পরিয়ে ঈদের সালাত পড়তে নিয়ে গেলেন। আদর করে শিশুটিকে বললেন, আজ থেকে আমি তোমার বাবা আর আয়েশা তোমার মা।

ইয়াতিমদের প্রতি সাদাচরণ ও অসদাচরণ সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) ইরশাদ করেন, মুসলিমদের ওই বাড়িই সর্বোত্তম, যে বাড়িতে এতিম আছে এবং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই বাড়ি, যে বাড়িতে এতিম আছে অথচ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি তাঁর অংগুলির মাধ্যমে বলেন, 'আমি ও

---

১১. সূরা-৯৩, আদ দোহা, আয়াত- ৯।
১২. সূরা-২, আল-বাকারাহ, আয়াত, ১৭৭।

এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব।'[১৩]

ইয়াতিমদেরকে আহার দানকরা নেককারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

'আর তারা অভাবগ্রস্থ, এতিম ও বন্দীকে আল্লাহর ভালবাসায় আহার দান করে।'[১৪] অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যাবতীয় পুণ্যকাজ সম্পাদন করেও যদি কেউ ইয়াতিমের প্রতি ভালবাসা ও মমতা পোষণ না করে, তাদের কষ্ট দেয়, বা সাধ্য থাকা সত্ত্বেও দুঃখ লাঘবে সচেষ্ট না হয়, তবে সে মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ সৎকর্মশীল হিসেবে গণ্য হতে পারবে না। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, 'বিধবা, এতিম ও গরিবের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদের সমতুল্য, বা তার মর্যাদা রাতভর জাগ্রত থেকে সালাত আদায়কারীর মতো, যে কখনো ক্লান্ত হয় না। অথবা তার মর্যাদা সেই সিয়ামপালনকারীর মতো, যে কখনো ইফতার (রোজা ভঙ্গ) করে না।'[১৫]

ইয়াতিমের প্রতি সদাচারণ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্তর কোমল হয় ও প্রশান্তি লাভ হয়। আবু হুরায়ারা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে তার কঠিন হৃদয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল। রাসূল (সা) বললেন, ইয়াতিমের মাথা মুছে দাও এবং অভাবীকে আহার দাও। (মুসনাদে আহমদ) অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রেম-মমতায় কোন এতিমের মাথার ওপর হাত রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার হাতের নিচের চুল পরিমাণ পুণ্য তাকে দান করবেন।[১৬]

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) শাহাদাতের বিছানায় শায়িত হয়ে, শেষ ওসিয়তে লোকদের ইয়াতিমদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, সাবধান! এতিমদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ইয়াতিমদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা তাদের সমালোচনার পাত্র হয়ো না এবং তোমাদের উপস্থিতিতে তাদের কোনও ক্ষতি কর না।[১৭]

আমাদের সমাজে অনেক সময়, ইয়াতিমদের প্রতি অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়। বাবা না থাকায় স্বাভাবিক মানবিক স্নেহবাৎসল্য থেকেও অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তারা। ইসলাম, ইয়াতিম-অসহায় শিশুর অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকহের কিতাবে জোর তাগিদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রশাসনিকভাবে তাদের অধিকার সংরক্ষণের ভিত্তি রচিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা তোমাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, তাদের ইসলাহ তথা সুব্যবস্থা

---

১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৬৭৯।
১৪. সূরা-৭৬, আদ দাহর, আয়াত, ৮।
১৫. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৫২৯৫।
১৬. মুসনাদে আহমদ।
১৭. শারহু নাহজুল বালাগাহ।

(পুনর্বাসন) করা উত্তম.. ।’[১৮]

হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো এতিমকে আপন মা-বাবার সঙ্গে নিজেদের (পারিবারিক) খাবারের আয়োজনে বসায় এবং সে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। যারা এতিমের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, কুরআনে তাদের ঈমান ও দ্বীনদারী নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যারা এতিমের প্রতি অবিচার করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন,

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ

‘কখনোই নয় বরং তোমরা ইয়াতিমের সম্মান রক্ষা কর না।’[১৯]

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মক্কার কুরাইশরা ইয়াতিমদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করত। পিতা মারা গেলে চাচা এসে ভাতিজার সমুদয় সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজ উদরে হজম করে ফেলত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করেন। এতিমদের প্রতিপালন, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি হতে হবে নিঃস্বার্থে। কালামে হাকীমে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

‘তারা খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও (আল্লাহর ভালোবাসায়) অভাবী, ইয়াতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে। (এবং তারা বলে) আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের খাদ্য দান করি। বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না।’[২০]

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম ইয়াতিমদের অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষণ করেছে। তারা যাতে সমাজে অবহেলা ও নিগ্রহনের শিকার না হয় যে জন্য পবিত্র কালামে হাকীমে নানাবিধ নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু ইয়াতিমদের বিষয়ে বাণী প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি বরং ব্যক্তিগত জীবনেও এতিম লালন-পালন করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। এক কথায় বিশ্বনবী (সা.) সব সময় অসহায়, দুঃখী, ইয়াতিম, অনাথ, অসহায় ও গরিবদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। উম্মতদেরও তিনি এতিমদের বিষয়ে সহানুভূতিশীল হতে বলেছেন। তাই আমাদের সকলের উচিত ইয়াতিমদের অধিকার সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা এবং তাদের অধিকার পুরোপুরি প্রদান করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তাওফিক দান করুন-আমীন! ■

smmjoy@gmail.com

১৮. সূরা-২, আল বাকারা, আয়াত-২২০।
১৯. সূরা-৮৯, আল ফজর, আয়াত-১৭।
২০. সূরা-৭৬, আদ দাহর, আয়াত--৯।

৫২ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

মার্কিন শুল্কনীতি: ইউরোপ বনাম চীন

মীযানুল করীম

শুল্ক যুদ্ধের অবসানে আলোচনা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এই আলোচনা হয়েছে। অংশ নিয়েছেন দুই দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। প্রাথমিক আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'সুইজারল্যান্ডে চীনের সাথে ভাল বৈঠক হয়েছে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে; অনেক ক্ষেত্রেই ঐকমত্য হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, 'বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে পুরো বিষয়টি নতুন করে সাজানো হয়েছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কল্যাণ আমরা দেখতে চাই, মার্কিন ব্যবসার-বাণিজ্যের জন্য চীন দুয়ার খুলে দিচ্ছে। বড় অগ্রগতি হয়েছে। 'ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানির দিকে। দু'দেশের শুল্ক সজ্ঘাতের প্রেক্ষিতে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকেই চীনা পণ্যের উপর ২০ শতাংশ শুল্ক চাপায় ট্রাম্প প্রশাসন।

এরপর গত মাসের শুরুর দিকে বিশ্বের বহু দেশের পাশাপাশি চীনা পণ্যের উপরও আরো ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। চীন পাল্টা শুল্ক চাপালে ট্রাম্প আরো ৫০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৪ শতাংশ। তার সাথে পূর্বের ২০ শতাংশ শুল্ক যুক্ত হয়ে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ১০৪ শতাংশে। এরপরও থেমে থাকেননি ট্রাম্প। তিনি দফায় দফায় চীনা পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে ১২৫ শতাংশ করা হয়। এরপর সেই শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয় ১৪৫ শতাংশ।

শুল্ক বৃদ্ধি করে পাল্টা জবাব দেয় বেইজিংও। দেশটির কর্মকর্তরা ঘোষণা করেন, ৮৪ নয়, এবার থেকে মার্কিন পণ্যের উপর ১২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হচ্ছে। পাল্টাপাল্টি শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়।

বাণিজ্য নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা চালাচ্ছে; কিন্তু শুল্ক নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় কোন অগ্রগতি হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের।

এতেই ক্ষেপেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইইউর পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আলোচনা করে কোনো ফল হচ্ছে না। তাই

আমরা চুক্তি ঠিক করে দিচ্ছি; আর তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ৫০ শতাংশ শুল্ক'।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প লিখেছেন, তাদের শক্তিশালী বাণিজ্যিক বাধা, ভ্যাট-কর, অবাস্তব করপোরেট জরিমানা, আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই এমন ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক বাধা, মুদ্রা নিয়ে কারসাজি, যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে অন্যায় ও অযৌক্তিক মামলা এবং আরও অনেক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বার্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি ২৫০ কোটি ডলারের বেশি হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।

ট্রাম্প আরও নিখেছেন, 'তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনার কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। তাই আমি সুপারিশ করছি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উপর সরাসরি ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হোক। এ বছরের ১ জুন থেকেই তা কার্যকর হবে।'

তবে ট্রাম্প ওভাল অফিসে একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন। এ আদেশে সই করার পর তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও কড়া বার্তা দেন। তিনি সরাসরি বলেন, 'আমি চুক্তি চাই না। আমরা চুক্তি ঠিক করে দিয়েছি– এটা হচ্ছে, ৫০ শতাংশ শুল্ক।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিম্নের প্রায় সব দেশের উপর শুল্ক আরোপ করে বিশ্ব জুড়ে বাণিজ্যযুদ্ধের আশঙ্কা তীব্র করেছেন। যদিও পরবর্তী কালে এ সম্পূরক শুল্কের উপর ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ দিলেও সে শঙ্কা খুব একটা কাটেনি। এর পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপলের আইফোনের উপরও কঠোর নীতির উপর পথে হাঁটার ঘোষণা দিয়েছেন। অ্যাপেলের আইফোন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে উৎপাদিত হলে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ আমদানি কর আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এ ঘোষণা ট্রাম্পের বৈশ্বিক বাণিজ্যনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যার মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন শক্তিশালী করতে এবং বিদেশি প্রতিযোগীতা থেকে দেশীয় কর্মসংস্থান রক্ষা করতে চান।

ট্রাম্পের এ শুল্কনীতি ইইউর সঙ্গে বাণিজ্য সংলাপে অগ্রগতির অভাবের প্রেক্ষাপটে এসেছে। তিনি ইইউর- সঙ্গে আলোচনাকে 'অচল' বলে উল্লেখ করেছেন।

এর আগে ইইউ পণ্যের উপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছিলেন ট্রাম্প। তবে বানিজ্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে আগামী ৮ জুলাই পর্যন্ত তা ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু এ শুল্ক যদি ৫০ শতাংশে পৌঁছায় তবে তা ইউরোপীয় ব্যাবসায়ীদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। কারণ বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য তাদের পণ্য বিক্রি করা আরও ব্যয়বহুল ও জটিল করে তুলবে।

অ্যাপলের প্রতি ট্রাম্পের বিশেষ মনোযোগ উল্লেখযোগ্য। অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী টিম

কুকের সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছেন, আমি আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া আইফোনগুলো যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপাদিত হবে। সেটি ভারত বা অন্য কোথাও নয়। তিনি স্পষ্ট করেছেন, যদি অ্যাপল এ নির্দেশনা না মানে, তবে তাদের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। এ হুমকি অ্যাপলের বর্তমান উৎপাদন কৌশলের উপর সরাসরি আঘাত। অ্যাপল সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য- আইফোনের বেশিরভাগ উৎপাদন চীন থেকে ভারতে স্থানান্তর করেছে। এ ছাড়া ভিয়েতনাম আইপ্যাড এবং অ্যাপল ওয়াচের মতো পণ্যের জন্য উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছ।

ট্রাম্পের দাবি, এ শুল্ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনে উৎসাহিত করবে এবং দেশীয় বর্মসংস্থান বাড়বে। তবে অ্যাপলের মতো কোম্পানির জন্য এটি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং বাজার মূল্য বাড়ার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অ্যাপলের পণ্যের দাম বাড়লে ভোক্তাদের উপরও এর প্রভাব পরবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দুর্বল করতে পারে।

ট্রাম্পের এ হুমকি কি বোঝায় যে তিনি অ্যাপলের কারখানাই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে রাখতে চান না। তিনি বার বার জোর দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া পণ্য সেখানেই উৎপাদিত হওয়া উচিত। তবে অ্যাপলের মতো বৈশ্বিক কোম্পানির জন্য পুরো উৎপাদন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করা সহজ নয়। ভারত ও ভিয়েতনামে শ্রম খরচ তুলনামূলক ভাবে কম এবং এ দেশগুলোতে ইতিমধ্যে অ্যাপলের সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন স্থানান্তর করতে গেলে অ্যাপলকে বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং সময় ব্যয় করতে হবে। যা তাদের মডেলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

অন্যদিকে ট্রাম্পের নীতি বিশ্ববাণিজ্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। ইইউর মতো বড় অর্থনীতির সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্রতর হলে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। অ্যাপলের মতো কোম্পানিগুলো হয়তো শুল্কের এভাব কমাতে কৌশল পরিবর্তন করবে, কিন্তু এটি সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। ট্রাম্পের এ পদক্ষেপ কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সত্যিই শক্তিশালী করবে, নাকি ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরী করবে- এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের বাণিজ্যনীতি ও কৌশলের উপর।

এদিকে পারমাণবিক শক্তিকে উৎসাহিত করতে চারটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প কর্তৃক স্বাক্ষরিত আদেশে রয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং ইউরেনিয়াম খনন ও শোধন কার্যক্রম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমরা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী আদেশে সই করছি, যা এই খাতে আমাদেরকে বিশ্বের শীর্ষ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে।'

এসব আদেশের লক্ষ্য হলো, নতুন পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নির্মাণের গতি বাড়ানো, ঘরোয়া ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও পরিশোধন কার্যক্রম জোরদার করা এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানির আমদানি নির্ভরতা থেকে বের করে আনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরো জানান, তার প্রশাসনের বিশেষ লক্ষ্য হলো ছোট আকারের পারমাণবিক রিঅ্যাক্ট্রর তৈরির করা, যা বড় প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুত্তিমতা (এআইও) কোম্পানির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশাল বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারবে।

নতুন আদেশ অনুসারে পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্কাকে (নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশন) ১৮ মাসের মধ্যে নতুন রিঅ্যাক্টর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত দিতে হবে। হোয়াইট হাউজ মনে করছে, সংস্থাটি এত দিন 'ঝুঁকিপ্রবণ' বিষয়গুলো নিয়ে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ করেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল ব্যয় কমাতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার পর এবার হোয়াইট হাউজে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে বা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ডজন খানেক কর্মী ছাঁটাই করার নির্দেশ দেন। সরকারি দুই কর্মকর্তা এবং এ সংস্থার পুনর্গঠনের সঙ্গে জড়িত– এমন এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, এই পরিষদের আকার ও কার্যক্ষমতা নাটকীয়ভাবে ছোট করার পাশাপাশি রাজনৈতিক নিয়োগ প্রাপ্তদের বহিষ্কার এবং অনেক সরকারি কর্মীকে নিজ সংস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই তিন কর্মকর্তা আরো জানান, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-এনএসসিতে কর্মীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হবে। মূলত ছাঁটাইয়ের তালিকায় পড়ছেন ইউক্রেন ও কাশ্মীরসহ বিভিন্ন ভু-রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

ছাঁটাই প্রক্রিয়াটি এমন সময় করা হলো যখন এ সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে মাইক ওয়াল্টজের কাছ থেকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দায়িত্ব বুঝে নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। এনএসসি পুনর্গঠনের ফলে এর ক্ষমতা আরো কমবে। ফলে এটি প্রেসিডেন্টের এজেন্ডা বাস্তবায়নে শক্তিশালী নীতি নির্ধারণী সংস্থা থেকে ছোট একটি সংস্থায় পরিণত হবে। এ পদক্ষেপের ফলে ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়বে পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং কুটনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিভাগ এবং সংস্থার।

ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য মাত্র কয়েক ডজন কর্মীকে ছাঁটাই করা। যাতে সব মিলিয়ে এনএসসির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ জনে দাঁড়ায়।

এদিকে চীন, তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে'র ক্ষমতার বছর পূর্তির দিনে তার সবচেয়ে কাছাকাছি জলসীমায় উভচর সামরিক মহড়া চালিয়েছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিৎ তে ঘোষণা দেন, 'যুদ্ধ এড়াতে প্রস্তুতি নিতে হবে।'

তিনি দ্বীপটির অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদারেরও অঙ্গীকার করেন। চীন

স্বশাসিত তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ড দাবি করে এবং প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে একীভূত করার হুমকি দিয়ে আসছে। প্রেসিডেন্ট লাই দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে চীন তাইওয়ানের চারপাশে একাধিকবার বড় পরিসরে সামরিক মহড়া চালিয়েছে। সিসিটিভির তথ্যমতে, পূর্ব চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের উপকূলীয় জলসীমায় তাইওয়ানের সবচেয়ে কাছের চীনা প্রদেশে চীন কয়েকটি সাঁজোয়া যান মোতায়েন করে।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং জাকার্তার সাথে বেইজিংয়ের সম্পর্ক পুনর্ব্যক্ত করেছেন। চীন ও ইন্দোনেশিয়া পরস্পরের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মিত্র। চীনা কোম্পানিগুলো ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনে, বিশেষ করে নিকেল খাতে মূলধন বিনিয়োগ করছে ।

দক্ষিণ চীন সাগর ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলোর কৌশলগত পানিপথে দুই দেশের দাবি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলেছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তোর সাথে এক বৈঠককালে লি বলেন, বেইজিং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশটির সাথে সহযোগিতা এগিয়ে নিতে আগ্রহী। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ার সাথে কাজ করতে, দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে এবং সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করতে ইচ্ছুক চীন। প্রাবোও চীনের সাথে ইন্দোনেশিয়ার 'ঘনিষ্ঠ ও ভালো' বন্ধুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'ইন্দোনেশিয়া নিরাপদ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল তৈরি করতে প্রস্তুত।'

তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়া সবার জন্য একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চল তৈরি করতে চীনের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে প্রস্তুত।

সবকিছুর পিছনে যেমন রাজনীতি থাকে। তেমনি অর্থনীতির পিছনেও রাজনীতি আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতি একসাথে পড়ানো হতো। জাতীয়, অধ্যাপক মরহুম আব্দুর রাজ্জাক ঐ বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৭ সালের পরে ঐ বিভাগটি আলাদা করা হয়। যা হোক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি করবেন এখনই বলা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ চীনের ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ মিলে প্রাচ্যের কাছে পাশ্চাত্য নামে পরিচিত। কিন্তু দীর্ঘদিনের চলার সাথী ইউরোপের ব্যাপারে ট্রাম্পের আগ্রহ কম। ববং তার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে কমিউনিষ্ট প্রতিপক্ষ চীনের প্রতি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশের বাহিরে চীনের শিক্ষার্থীদের পড়া শুনা বন্ধ করার উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত কি করেন বলা যায় না। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত কি করেন এটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ■

প্রশ্ন-১ ঃ অভাব-অনটনে পড়লে কিংবা জরুরি কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে করণীয় কি?

আবুল হোসেন, শাহরাস্তি, চাঁদপুর

উত্তর ঃ আমরা সাধারণত দেখতে পাই, কোনো মানুষ বা কোনো ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়লে অথবা কোনো প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে তার দৃষ্টি চলে যায় তার আশ-পাশের পরিচিত লোকদের দিকে এবং মনে মনে খুঁজতে থাকে কার কাছ থেকে সে এই সহযোগিতা পাইতে পারে এবং তার প্রয়োজনটা পূরণ করতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের ও আমাদের সমাজের লোকদের অবস্থা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে এর বিপরীত।

হাদিসে এসেছে, বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَن نَزَلتْ به فَاقةٌ ، فأَنزَلَها بالنَّاسِ، لَم تُسدَّ فاقتُه، و مَن نَزلَتْ به فاقةً، فأنزلَها باللهِ، فيُوشِكُ اللهُ له برزقٍ عاجلٍ، أو آجلٍ .(رواه ابو داود والترمذى)

'যে ব্যক্তি খুদা ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে তা মানুষের কাছে পেশ করে (অর্থাৎ মানুষের সাহায্য চায়) তার খুদা ও দারিদ্র দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি খুদা ও দারিদ্র্যে পতিত হয়ে তা আল্লাহর কাছে পেশ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবিলম্বে অথবা বিলম্বে রিযিক (জীবিকা) দান করবেন। (সুনান আবু দাউদ ও জামি'আত তিরমিযী)

এই হাদিস প্রমাণ করে, মানুষ অভাব-অনটনে পড়লে অধৈর্য, অস্থির ও বিচলিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করে রিযিক তালাশ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে রিযিকের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আশা করা যায় অচিরেই আল্লাহ তা'আলা রিযিকের সুব্যবস্থা করে দেবেন এবং তার অভাব-অনটন দূর করে দেবেন।

প্রশ্ন-২ ঃ জুমাবারে কারো কাবা ঘরের তাওয়াফ করা অবস্থায় জুমু'আর খুতবা শুরু হয়ে গেলে তার করণীয় কি?

রাবেয়া আক্তার, নিমসার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ জুমাবারে জুমু'আর খুতবা শুরু হওয়ার পর তাওয়াফ শুরু করা জায়েয নয়। তাওয়াফরত অবস্থায় যদি জুমু'আর খুতবা শুরু হয়ে যায়, তাহলে তাওয়াফকারী চলমান চক্কর পূর্ণ করে খুতবা শোনায় মাশগুল হয়ে যাবেন এবং জুমু'আর সালাত আদায় করার পর তাওয়াফের অবশিষ্ট চক্কর পূর্ণ করে তাওয়াফ পূর্ণ করবেন।

প্রশ্ন-৩ ঃ আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং মহল্লা কিংবা গ্রামবাসীদের মধ্যে যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার কে?

মামুন হাওলাদার
কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর ঃ গরীব ও নিস্ব ব্যক্তিগণ যাকাত পাওয়ার হকদার। এদের মধ্যে যদি নিকট আত্মীয় কেউ থাকে তবে সে আত্মীয় ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার অধিক হকদার এবং তাকে যাকাত

দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যাবে। এক হলো, যাকাত দেওয়ার সওয়াব, দ্বিতীয় হলো, আত্মীয়ের প্রতি সহমর্মিতার সওয়াব। অনুরূপভাবে গরীব তালেবে ইলমকে যাকাত দিলে তাতেও দিগগুণ সব পাওয়া যাবে।

হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিসকিনকে দান করা একটি সাদাকা আর নিকট আত্মীয়কে দান করা দ্বিগুণ (সওয়াব)। একটা হল দান করার সওয়াব দ্বিতীয়টি হল আত্মীয়ের প্রতি সহমর্মিতার সওয়াব।

দেখুন: সুনান আন নাসাঈ, অনুচ্ছেদ: নিকট আত্মীয়কে দান করা।

প্রশ্ন-৪ ঃ বিকাশের মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদান জায়িয কিনা? মোবাইলের মাধ্যমে বিকাশের টাকা প্রেরণের ব্যবসা করা যাবে কি?

কাউসার আলম, গাজীপুর

উত্তর ঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিকাশে টাকা আদান-প্রদান করায় কোনো দোষ নেই। কারণ এটি ডাক ঘরের ন্যায় একজনের টাকা অন্যজনের নিকট পৌঁছে দেয় এবং বিনিময়ে কিছু সার্ভিস চার্জ নেয়।

ঠিক একই কারণে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিকাশে টাকা প্রেরণের ব্যবসায়ও কোনো দোষ নেই, বরং এটি বৈধ। তবে বিকাশে একাউন্ট খুলে সে একাউন্টে টাকা জমা রেখে লাভ গ্রহণ জায়েয নেই। কেননা এটা সুদ।

সুতরাং বিকাশে একাউন্ট খোলে টাকা জমা রাখা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। অনুরূপভাবে কেউ যদি অগত্যা একাউন্ট খুলেন (যদি আশে পাশে একাউন্ট করার মত অন্য কোনো ব্যাংক না থাকে) তাহলে সেখানে টাকা জমা রেখে কোনো লাভ গ্রহণ করতে পারবেন না। শুধু তার আসল টাকা গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন-৫ ঃ হাদীসে বর্ণিত, মানুষের ভাগ্য আল্লাহ আগেই লিখে রেখেছেন। প্রশ্ন হলো তাহলে কাজ বা প্রচেষ্টা করে লাভ কি? হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? দো'আর মাধ্যমে কি ভাগ্য পরিবর্তন হয়? আর হাদীসে ভাগ্য বলতে কি দৈনন্দিন জীবনের সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত?

আন্দালিবুল জান্নাত, ঢাকা।

উত্তর ঃ তাকদীরের মধ্যে কিছু বিষয় আছে যা প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেছেন। যেমন ঃ মানুষের জন্ম, মৃত্যু, হায়াত, লম্বা হওয়া, খাট হওয়া ইত্যাদি। এতে মানুষের কোন হাত নেই। এ ছাড়া তাকদীরের আরো অনেক বিষয় আছে যে সব বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে ইখতিয়ার ও ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। এসব বিষয়ে মানুষ পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন। যেমন ঃ ভালো কাজ করা, মন্দ কাজ করা; গুনাহর কাজ করা, সাওয়াবের কাজ করা; আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করা ও তাঁর শুকরগুজার বান্দাহ হওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়া ও নাফরমানীমূলক কাজ করা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে জোর করে কিছু করান না। আল্লাহর দেয়া শক্তি, সামর্থ, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগ করে যে যা করে আল্লাহ তা-ই লিখে রেখেছেন। যেহেতু আল্লাহর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই বরং সবই বর্তমান। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন। কে কি করবে আর কে কি করবে না তা সবই তিনি জানেন বিধায় তিনি তা লিখে

রেখেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি লিখে রেখেছেন বলে মানুষ তা করতে বাধ্য। বরং এর অর্থ হলো, মানুষ যা করবে তিনি তা আগাম (মানুষ ও দুনিয়ার হিসেবে) জেনে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। অতএব, মানুষ যা করে নিজ ইচ্ছায় তা করে এবং সে তার ফল ভোগ করবে। এটাই সার্বিক বিচারে ন্যায় ও ইনসাফের দাবী। দু'আর মাধ্যমে তাকদীরের অনির্ধারিত বিষয়ে পরিবর্তন হতে পারে। আর মানুষের জীবনের সবই তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-৬ ঃ **(ক) বাংলাদেশের অনেক আলিম-উলামা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে কাজ করেননা বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেন। এব্যাপারে শারী'আতের ফায়সালা কি সবিনয়ে জানতে চাই।**

(খ) সফরে কোন অবস্থায় সালাত কাযা করে সফর শেষে একসাথে সব সালাত পড়ার/আদায় করার কোন শারী'আতী সুযোগ বা ফায়সালা আছে কি?

আবু মূসা, তানোর, রাজশাহী

উত্তর ঃ (ক) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দীন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, অর্থঃ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন : যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তাহলো, তোমরা দীন কায়েম করো এবং এতে (দীন কায়েম করার ব্যাপারে) অনৈক্য সৃষ্টি করোনা।

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ বড় বড় ও জলীল কদর কয়েকজন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করে তাঁদেরকে দীন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে একাজে অনৈক্য সৃষ্টি না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দীন কায়েম করার কাজটি ছোট-খাট, অগুরুত্বপূর্ণ কিংবা অবহেলা করার মত কোনো কাজ নয় এবং এটি কোনো ইখতিলাফী বিষয়ও নয়। বরং এটি আল্লাহতা'আলার একটি শ্বাশ্বত বিধান। কাজেই দল মত ভাষা-বর্ণ আলিম গায়রে আলিম নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে দীন কায়েমের কাজ করা ফরয। একাজে ইখতিলাফ করা বা বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এটা কোনো দলমত, গোষ্ঠী গোত্র বা কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনো কাজ নয় বরং এটা ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে সকল মুসলিমদের নিজেরই কাজ। কারো এ কাজের বিরোধিতা করার অর্থ দাঁড়ায় তিনি নিজেই নিজেরই কাজের এবং নিজেরই ঈমানী দায়িত্বের বিরোধিতা করলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজেকে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। এটা কারো জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ সবাইকে মরতে হবে, পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। হাশরে সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে পালিয়ে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না। সবাইকে দুনিয়ার সারা জীবনের যাবতীয় কাজের তন্ন তন্ন হিসাব দিতে হবে, যাররা পরিমাণ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যাওয়ার কোনো সুযোগ কেউ পাবেনা। কেউ পরকাল বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন পরকালে তাকে অবশ্যই অবশ্যই উঠতেই হবে। বুকে হাত দিয়ে অন্তরের কাছে জানতে চান আপনি ঠিক পথে আছেন না ভুল পথে আছেন। আপনার

অন্তরই আপনাকে বলে দেবে। আল্লাহতা'আলা সকল মুসলিমকে তাঁর দীন জানার, বুঝার এবং তাঁর দীন কায়েম তথা দীন মুতাবিক জীবন গড়ে ইহকাল ও পরকালে সফলকাম করুন।

(খ) মুসাফির হোক বা মুকিম হোক কোনো অবস্থায়ই সালাত কাযা করার সুযোগ নেই। নিতান্তই কোনো কারণে যদি কেউ এক বা একাধিক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে ওযর চলে যাওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নেবে। এমন ঘটনা কারো যদি সফরে হয় এবং সফরে আদায় করার যদি সুযোগ না পায় তাহলে সফর শেষে সুযোগ পাওয়া মাত্রই একই সাথে তারতীব অনুযায়ী বাদপড়া সালাত আদায় করে নিতে হবে।

প্রশ্ন-৭ : জুমু'আর দিন যে দ্বিতীয় আযান দেয়া হয় এ সম্পর্কে জানতে চাই।

মোহাম্মদ মাহমুদুল হক, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ জুমু'আর দিন সালাতুল জুমু'আর জন্য দু'বার আযান দেয়া হয়। জুমু'আর ওয়াক্তের শুরুতে একবার এবং ইমামের খুতবা (ভাষণ) দেয়ার পূর্বে একবার। খুতবার পূর্বে যে আযান দেয়া হয় এটাই মূলত প্রথম আযান। অর্থাৎ বিধি বদ্ধ হওয়ার দিক থেকে এটিই হলো প্রথম আযান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এ আযান চালু হয়। তাঁর যুগ থেকে উমার (রা) এর যুগ পর্যন্ত সালাতুল জুমু'আর জন্য কেবল খুতবার পূর্বের এ আযানটিই চালু ছিলো। এটি তখন খুতবা দেয়ার জন্য ইমাম মিম্বারে বসার পর ইমামের সামনে মাসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে দেয়া হতো। এ সম্পর্কে সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা) বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মিম্বারে বসতেন তখন তাঁর সামনে মাসজিদের (নববীর) দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হতো। আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) এর (খিলাফাতকালে তাঁদের) সামনেও এরূপ করা হতো। –সুনানু আবী দাউদ, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১০৮৮।

খিলাফাতে রাশেদার তৃতীয় খালীফা উসমান (রা) এর খিলাফাতকালে লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে দূর-দূরান্ত থেকে লোকদের সালাতুল জুমু'আয় আসার সুবিধার্থে আরেকটি আযান চালু করা হয়। এ আযান জুমু'আর ওয়াক্ত হবার পরপরই দেয়া হয়। যেটা আমাদের দেশে দ্বি-প্রহরের পর দেয়া হয়। এ আযানটিই তখন মাসজিদে নববীর বাইরে আয্ যাওরা নামক স্থানে দেয়া হতো। এ সম্পর্কে সায়িব ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন,

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) এর যুগে জুমু'আর প্রথম আযান দেয়া হতো ইমাম যখন মিম্বারে বসতেন। কিন্তু উসমান (রা) এর যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তিনি জুমু'আর সালাতের জন্য তৃতীয় আযান[1] দেয়ার নির্দেশ দেন। (মাদীনায়) আয যাওরা নামক স্থানে এ আযান দেয়া হতো এবং এ নিয়মই বহাল হয়ে গেলো। প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৭

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, সালাতুল জুমু'আর ওয়াক্ত হওয়ার

---

1. ইমামের খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারে বসার পর যে আযান দেয়া হয় সেটিই হলো প্রথম আযান, ইকামাতকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়েছে এবং উসমান (রা) এর যুগে যে আযান চালু হয়েছে এ হাদীসে সেটিকে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে।

পরপরই (অর্থাৎ দ্বি-প্রহরের পর) যে আযান দেয়া হয় এটি চালু হয় তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) এর খিলাফাতকালে। বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়কালের দিক দিয়ে এটি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় আযান যদিও এটি ওয়াক্তের শুরুতে দেয়া হয়। এ আযান তখনো মাসজিদের বাইরে দেয়া হতো এখনো বাইরে দেয়া হয়। এ আযান খিলাফাতে রাশেদার সুন্নাত। আর খুতবার পূর্বে যে আযান দেয়া হয় সেটিই মূলত প্রথম আযান। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগেই সেটি চালু হয়। সেটি দেয়া হতো ইমামের সামনে মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে।

প্রশ্ন-৮ ঃ (ক) আল্লাহর জন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করার ফযীলত আছে কি?
(খ) শপথ করে যারা শপথ ভঙ্গ করে তার কাফফারা সম্পর্কে জানতে চাই।

আমিনুল ইসলাম, মগবাজার, ঢাকা

উত্তর ঃ (ক) আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসা ও কারো সাথে বন্ধুত্ব করা এটা বড়ই প্রশংসনীয় কাজ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে এবং কাউকে ঘৃণা করে তাও আল্লাহর ওয়াস্তে, কাউকে কিছু দেয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরতও থাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করল। অপর এক হাদীসে এসেছে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার মহত্ব ও আনুগত্যের খাতিরে যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালো বেসেছে তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবো। যেদিন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (সাহীহ মুসলিম)

পার্থিব উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলিমের প্রতি মুসলিমের ভালোবাসাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং এজন্য আখিরাতে বড় প্রতিদানও রয়েছে।

(খ) শপথ করে কেউ শপথ ভঙ্গ করলে তাকে শপথের কাফফারা আদায় করতে হয়। তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করলে শপথের কাফফারা আদায় হয়ে যায়। এক. দশজন দরিদ্রকে পেটপুরে সকাল-বিকাল দু'বেলা মধ্যম শ্রেণীর খাবার খাওয়ানো কিংবা দুই. দশজন দরিদ্রকে সালাত আদায় করার মত পোশাক দান করা, মতান্তরে সতর ঢাকার মত পোশাক দান করা যেমন- একটি পাজামা অথবা একখানা লুঙ্গি অথবা একটা লম্বা জামা, কিংবা তিন. কোন দাস মুক্ত করা।

কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি উপরোক্ত তিনটির কোন একটিরও সামর্থ্য না রাখে সে লাগাতার তিনদিন রোযা রাখবে। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পাইকারী ৩৭% এবং খুচরা ২৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩১০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৮০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-

২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com